নিকলাই রাদ্‌লভ
ছবিতে ছবিতে
গল্প

নিকলাই রাদ্লভ
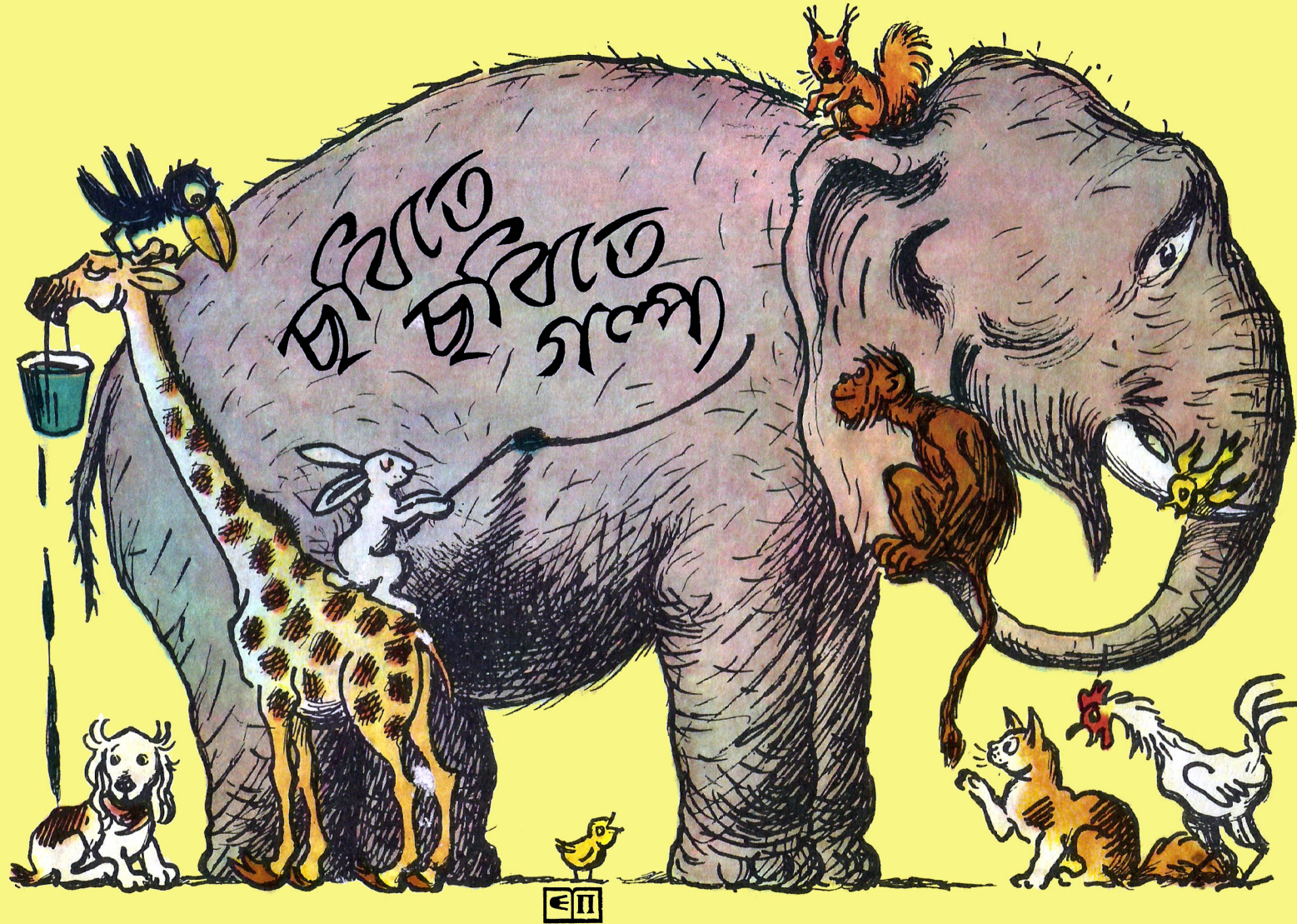
প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

ছবি: ন. রাদ্‌লভ
কথা: দ. হার্ম্‌স্‌, ন. গের্নেত, ন. দিলাক্‌তর্‌স্কায়া
অনুবাদ: ননী ভৌমিক

স্বাগতম!
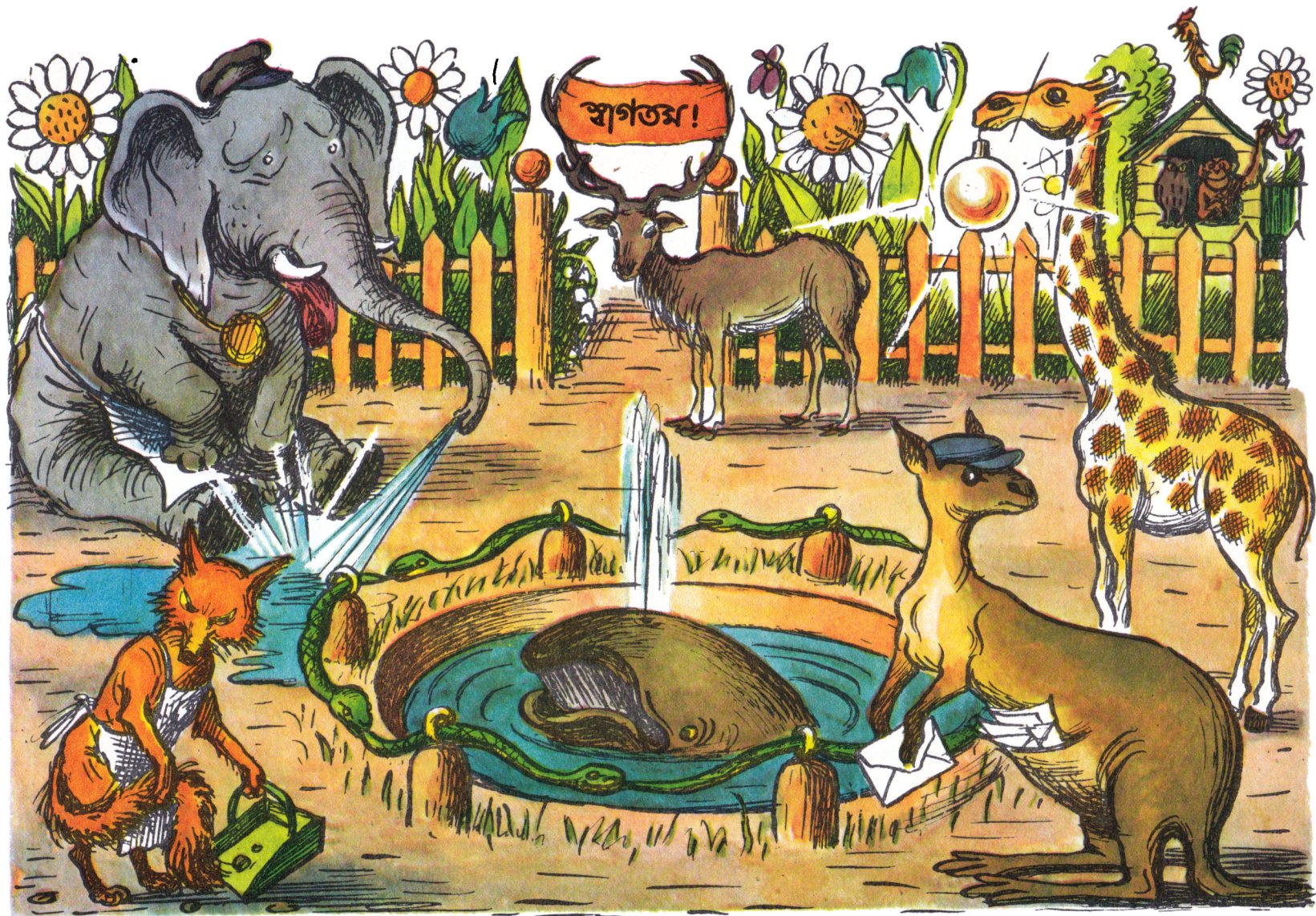
রামছাগলের গোঁ
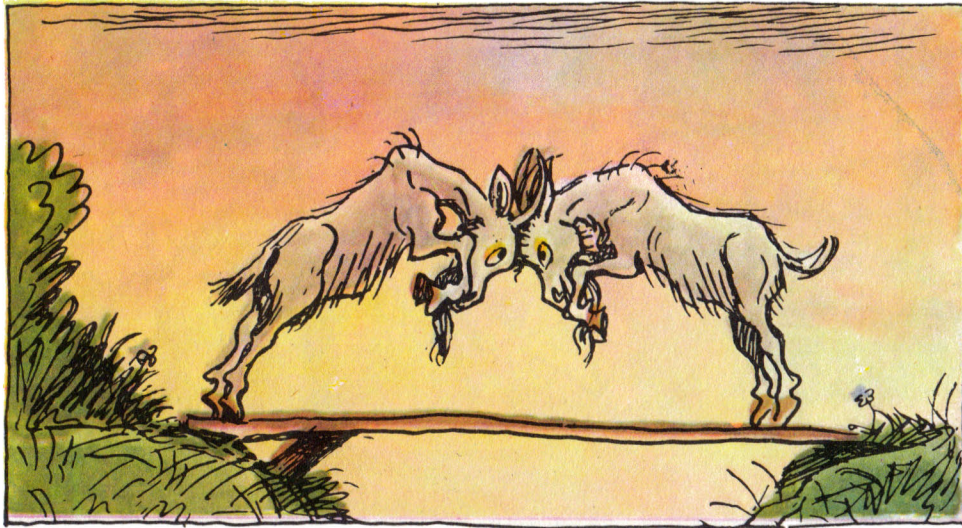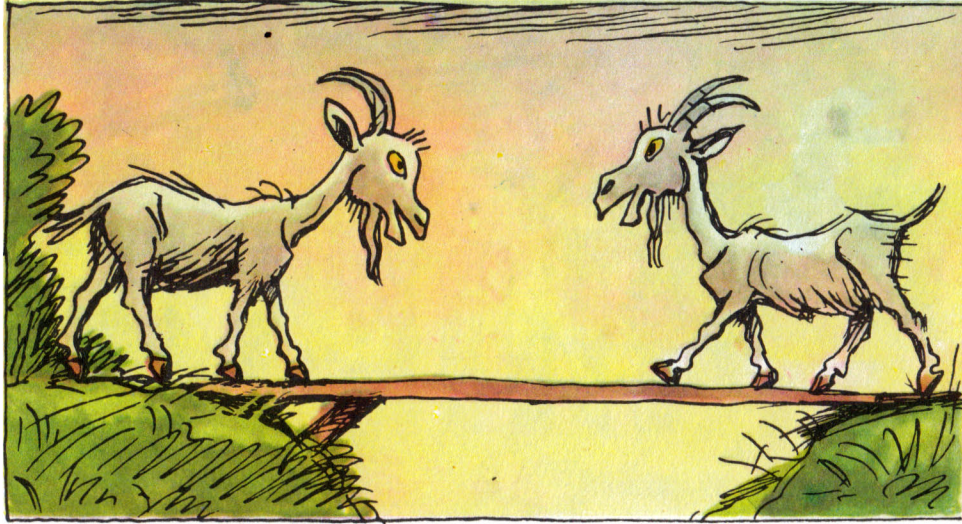
সাঁকোতে রামছাগল দুটো
শিং বাগিয়ে ঠকাং!

ঠ্যাং তুলে রামছাগল দুটো
জলে পড়ল ঝপাং!

কার ছানা ?
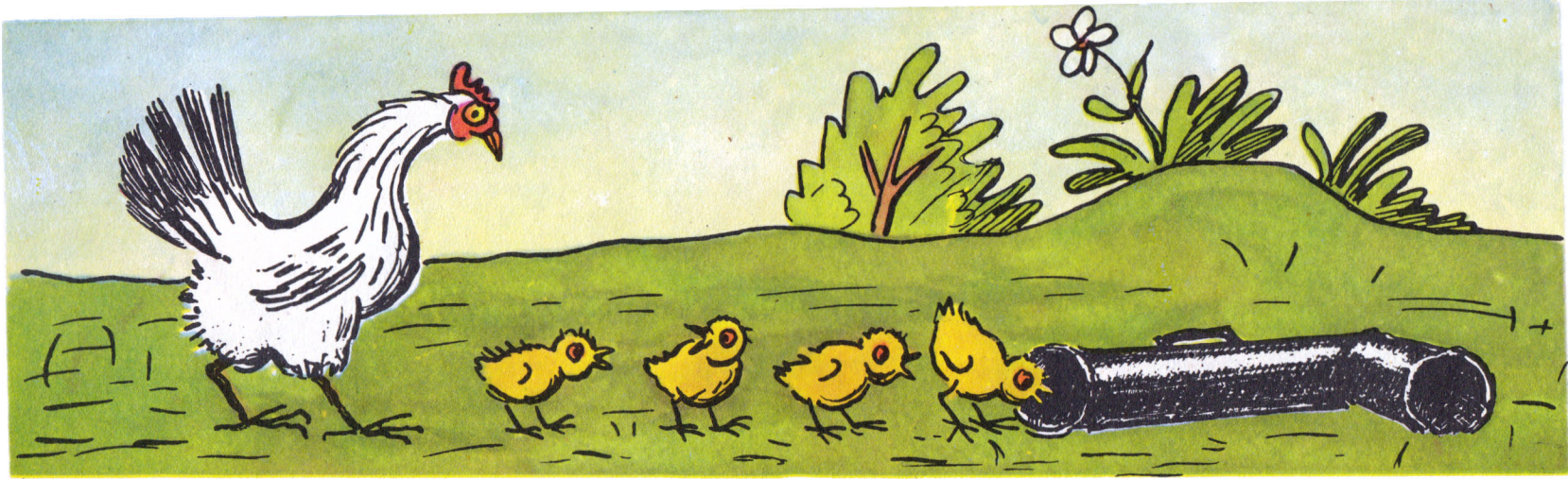
হায়রে, হায়রে, হায়,
ছানারা গেল কোথায় ?

এরা তো আমার নয়!

প্রাণের বন্ধু ভাই, কাজ করে দিই তাই
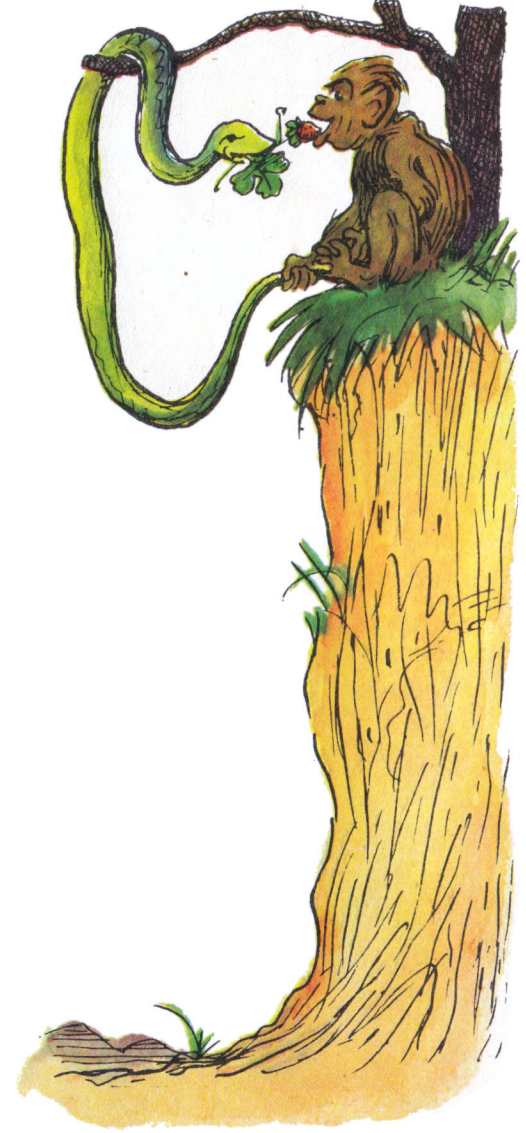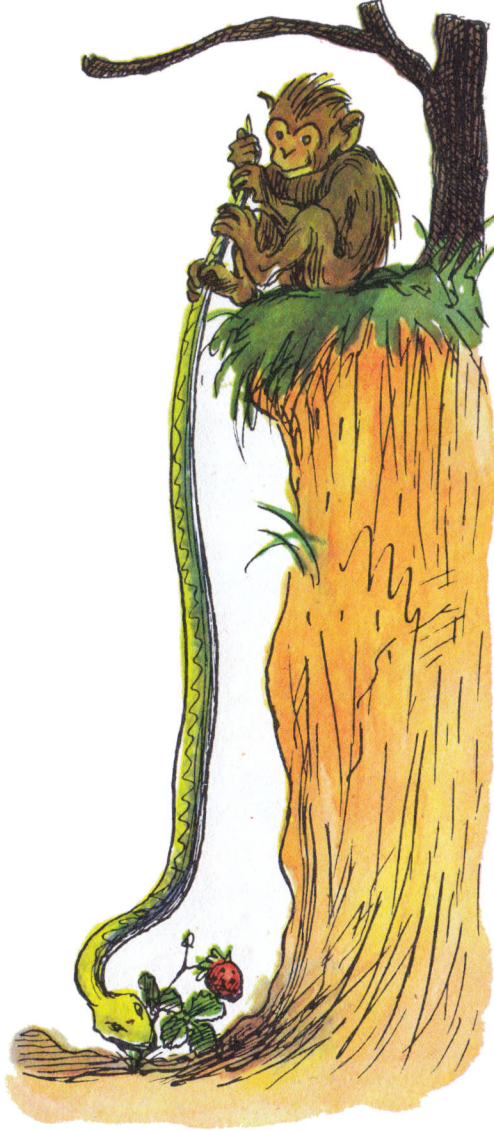
খরগোশের নৌকা বিহার
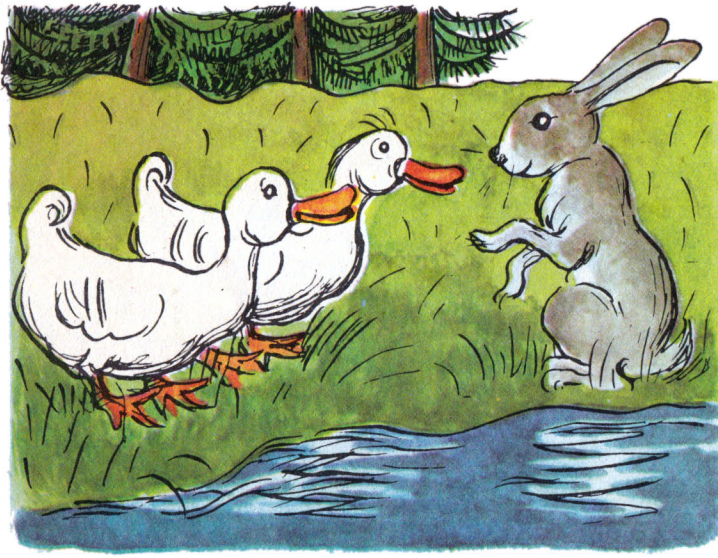
খুড়িমা চলো না নৌকা পাড়ি,
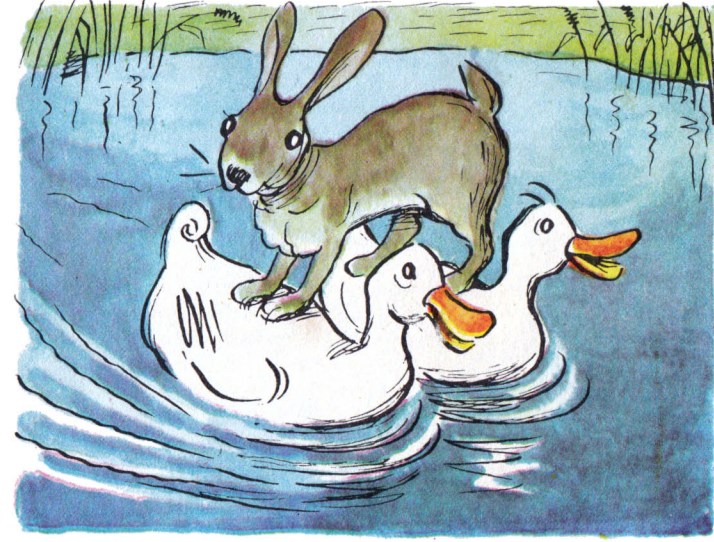
দুই মিনিটের ফুর্তি ভারি...
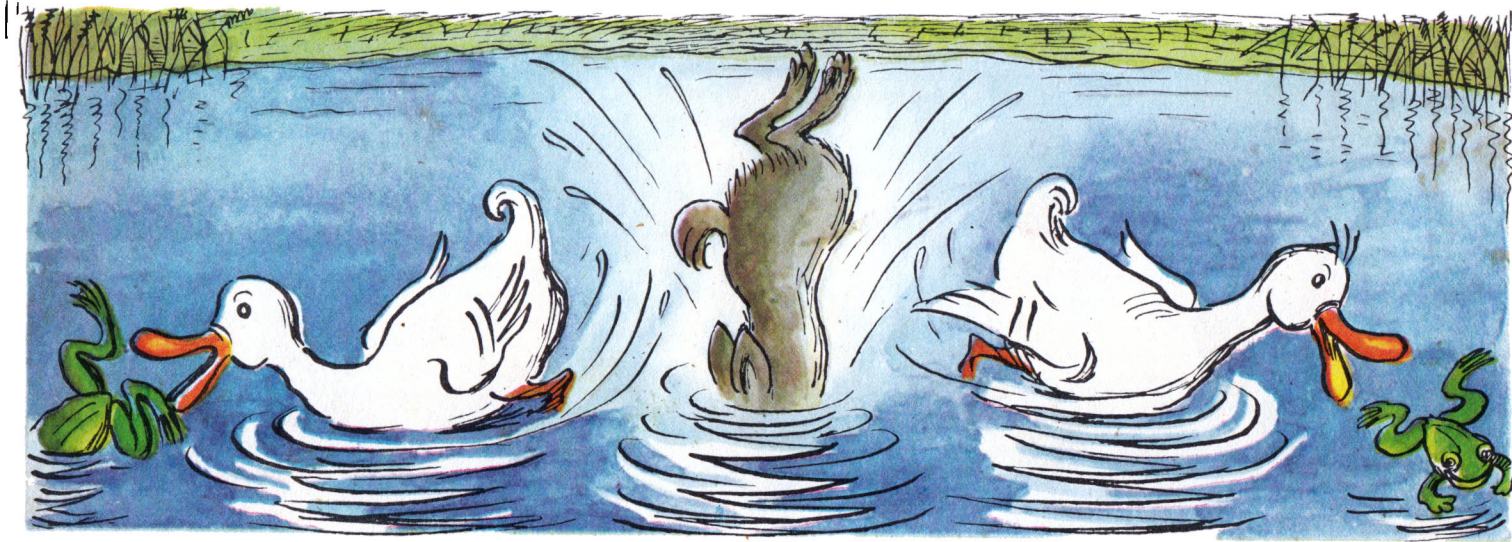
তিন মিনিটেই হা ভগবান!
গেল গেল খরগোশের প্রাণ!

উপকারী হাঁস
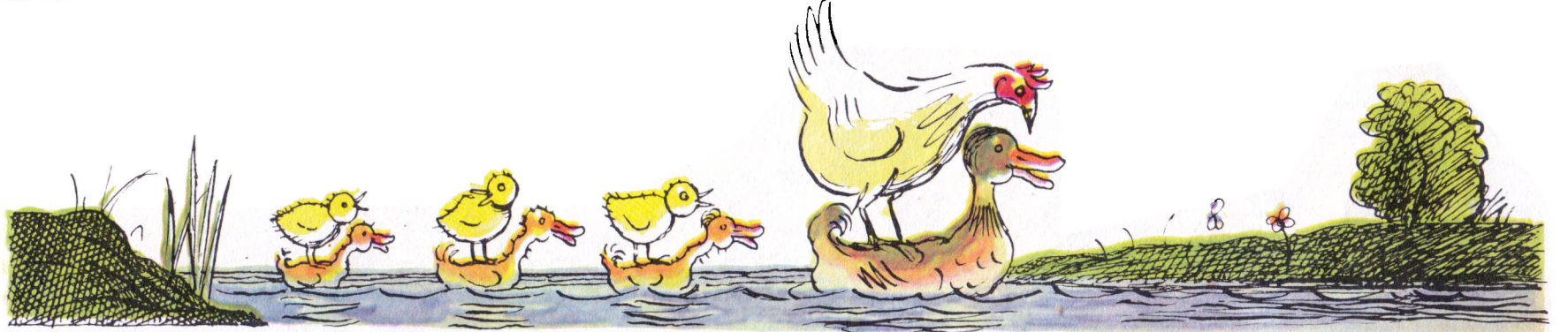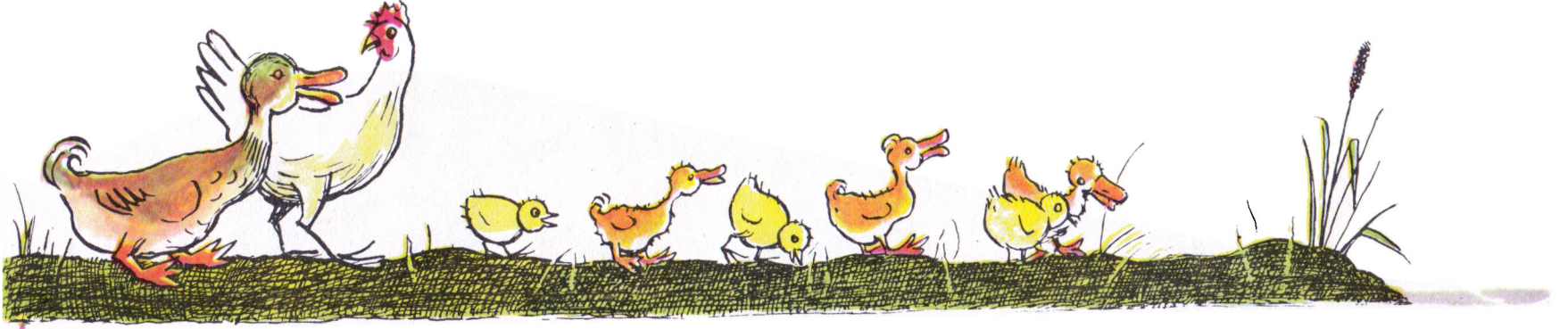
ওপার যেতে দূর কী!
আধ-মিনিটে, দেখছই-না —

ছানার পিঠে ছা-না
ছানার পিঠে ছা-না

ছানার পিঠে ছা-না,
আর, হাঁসের পিঠে মুরগি!

চালাক মাছ
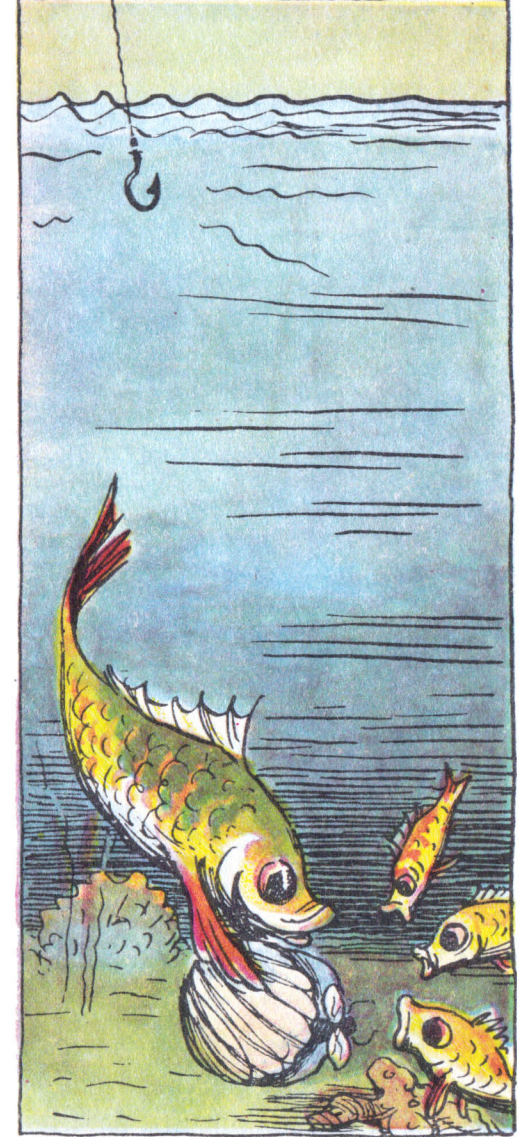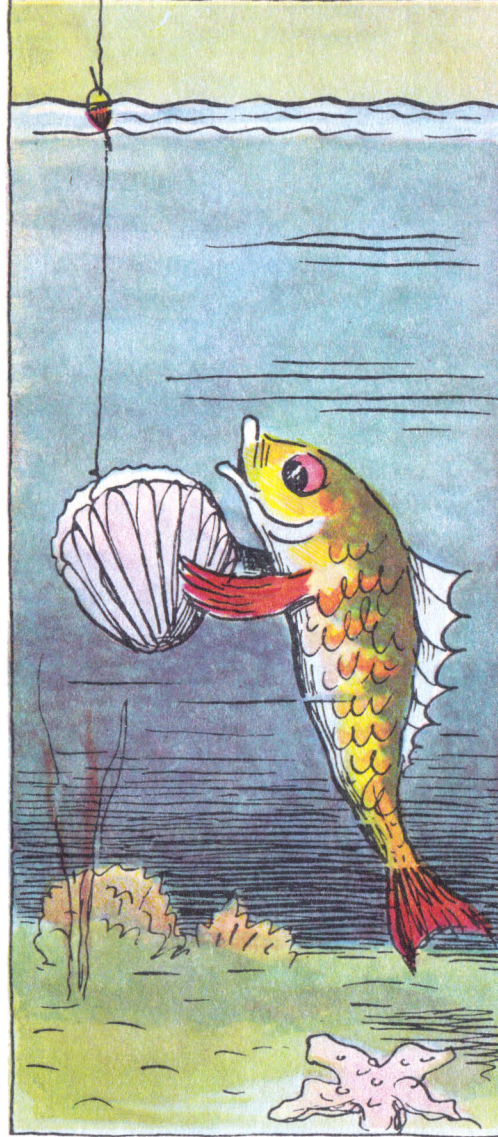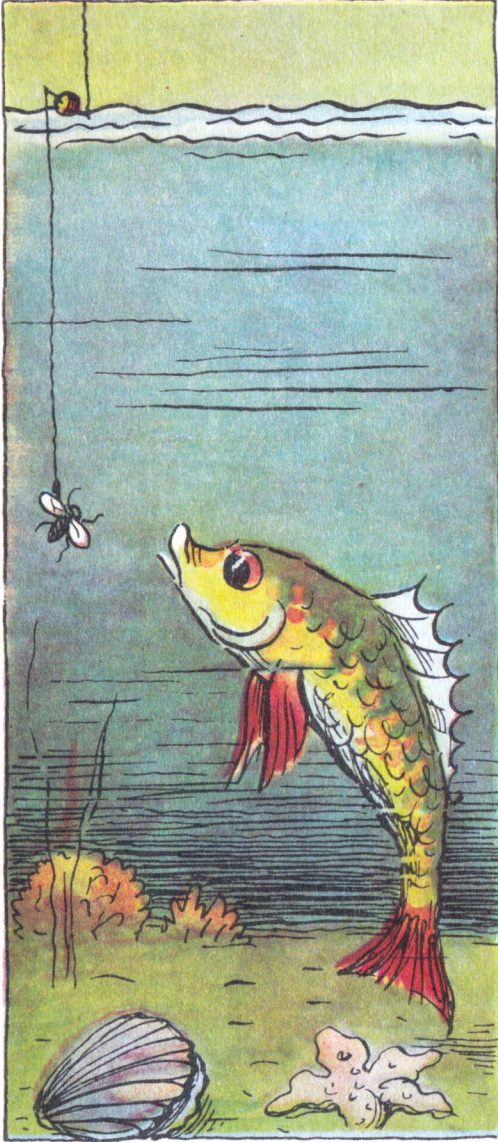
যতো করো বাছাধন, যতো ফ্যালো ছিপ,
মাছ ধরা পড়বে না, জেনে রেখো ঠিক।

ছানা পোনার পোকা শিকার
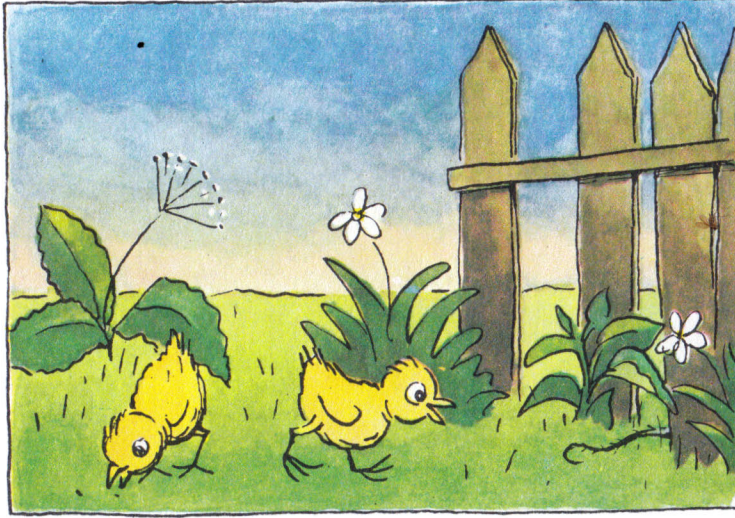
আমরা দুটি ভাই, এদিক ওদিক যাই —
পোকামাকড় যা দেখি তাই করি খাই খাই।
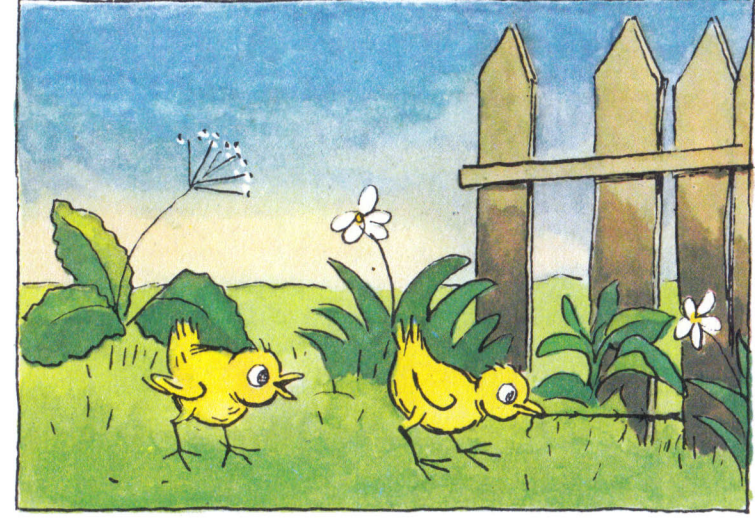
বেড়ার ধারে এই পেয়েছি পোকা কালো মতো,
ঠোকর দিয়ে ফোকর থেকে টানাটানি কতো।
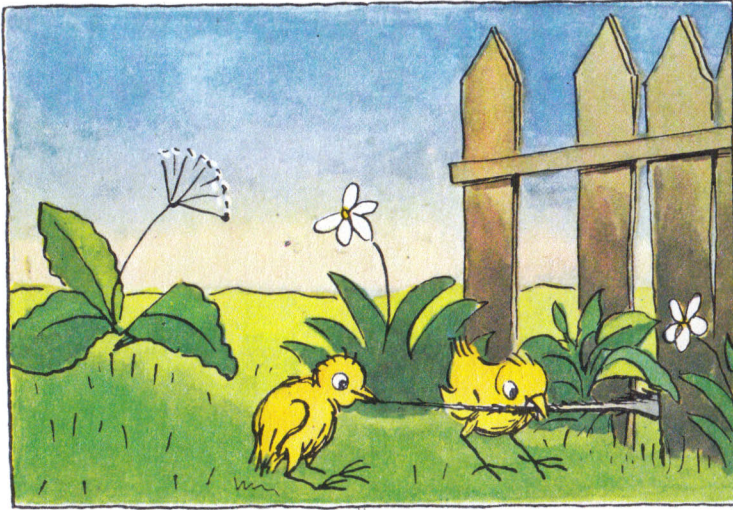
ছানা বলে, ও ভাই পোনা, দুজনে টান দি'
হে'ইয়ো হো, হে'ইয়ো হো — এইরে মরেছি!
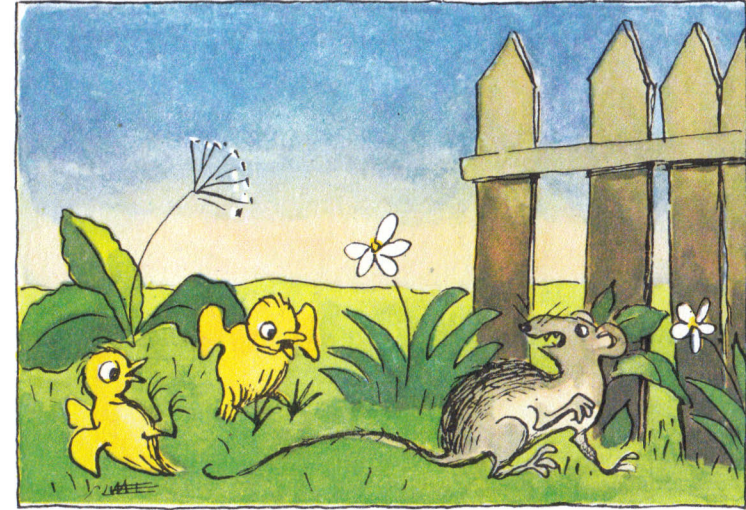
ও বাবারে, কী ভয়ানক, হায়রে বিষম ভুল,
আমার কানে ভোঁ ভোঁ, ভাইয়ের চোখে সর্ষে ফুল!

এক পাখি আর দুই বেড়াল
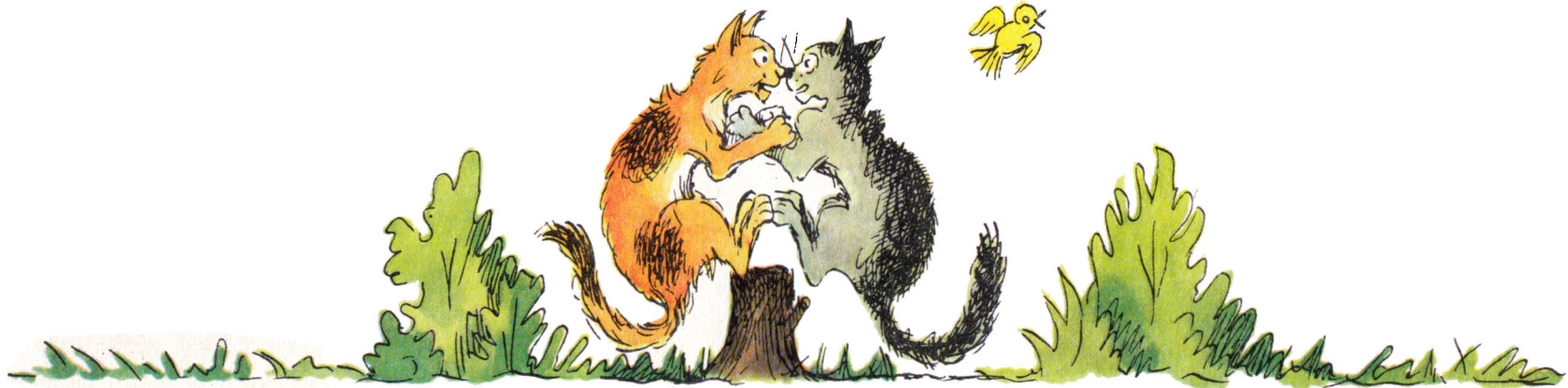
টুই-টুই-টোই
টি-টু-টো —
পাখি গাইছে বসে,

তাল ঠুকে ওই
বেড়াল দুটো
নাক ভাঙল শেষে।
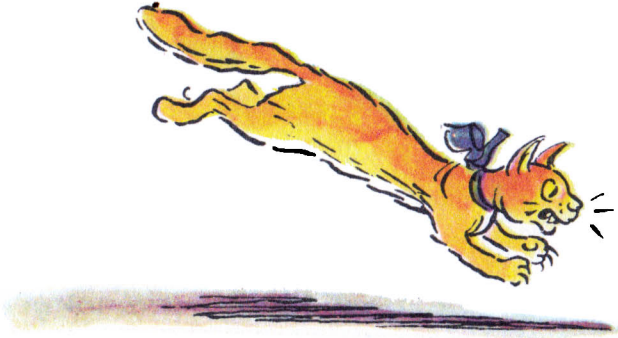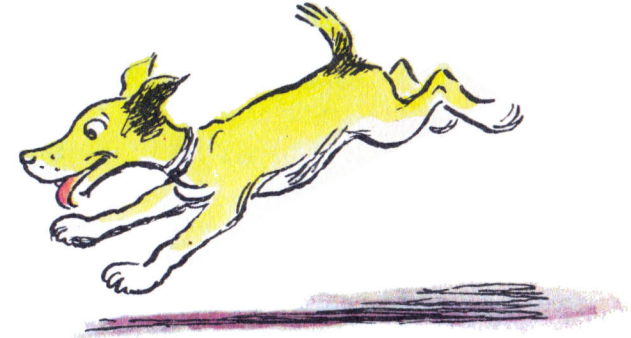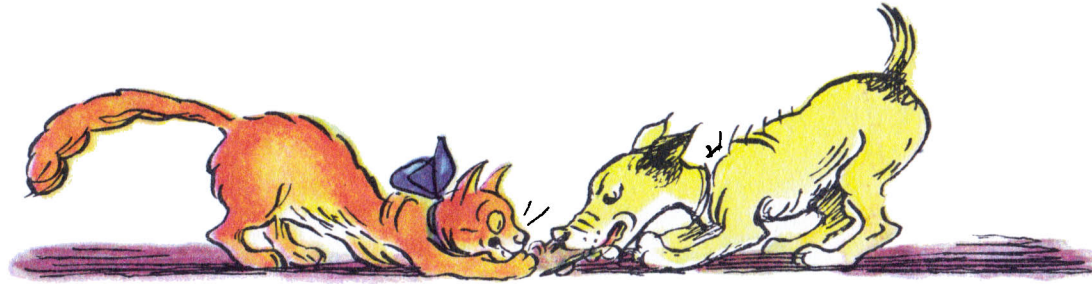
কলের ইঁদুর

হ্যাঁ, আমারি!
মিছিমিছি মারামারি!

মজার খেলা
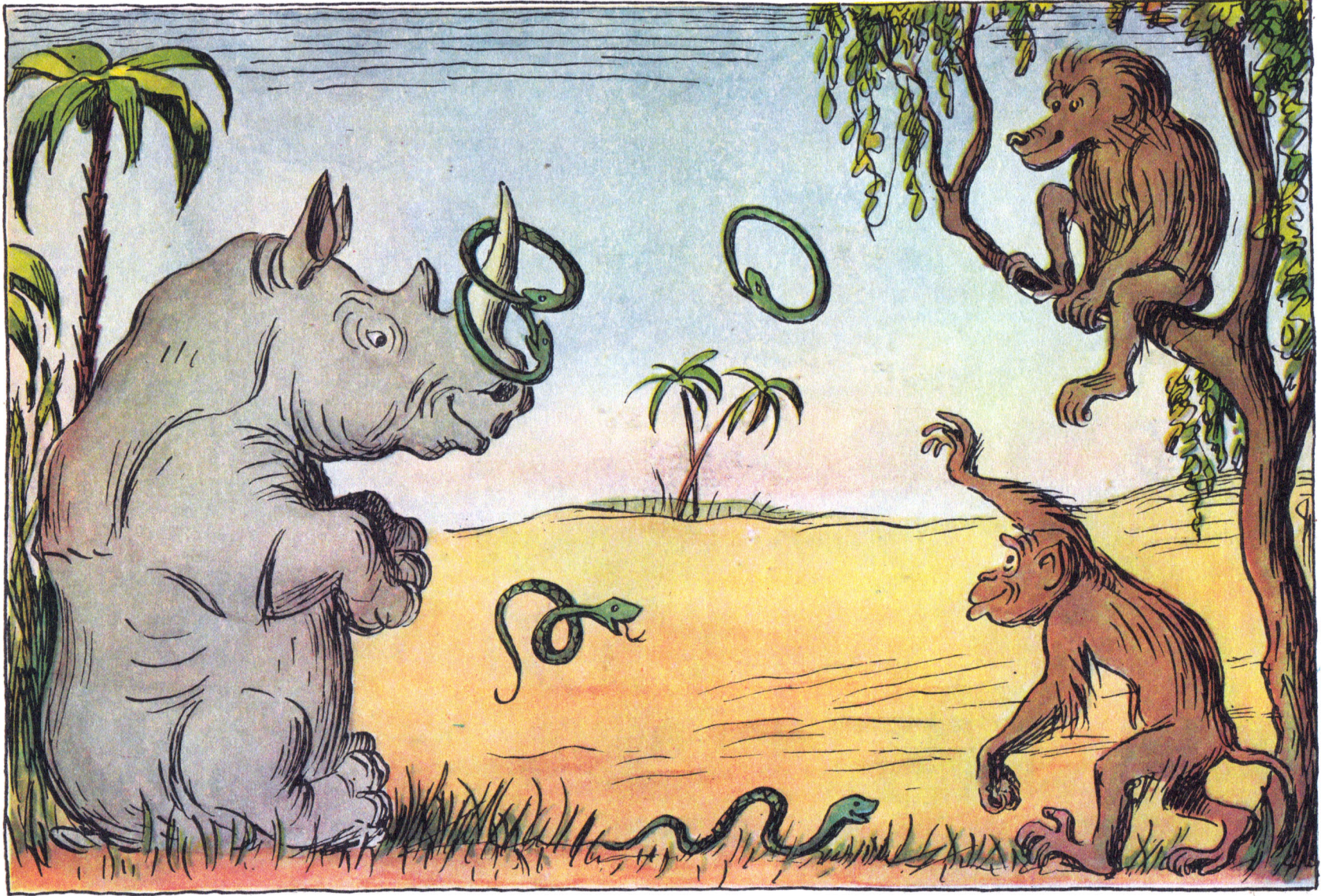
মজার খেলা, মজার খেলা, বুড়ি হয়েছে গণ্ডার,
চালাক বাঁদর কায়দা করে টিপ করেছে নাক তার,

কে জেতে তাই দেখতে হবে, ঠিক করে শুনছিস কে?
কটা লাগল নাকের ডগায়, কটা গিয়েছে ফসকে!

নতুন প্যারাশ্যুট

গাজর এনেছি, কোথা গেলি আয়,
ছোটো ছোটো দাঁতে খাবি কুট কুট।

একটু দাঁড়াও, কোনো ভয় নাই,
টুকটুকে লাল আছে প্যারাশ্যুট।

ভুলোর মাছি ধরা

স্প্রিং-এর চেয়ারটিতে
করেছে ভুলো শয়ন,
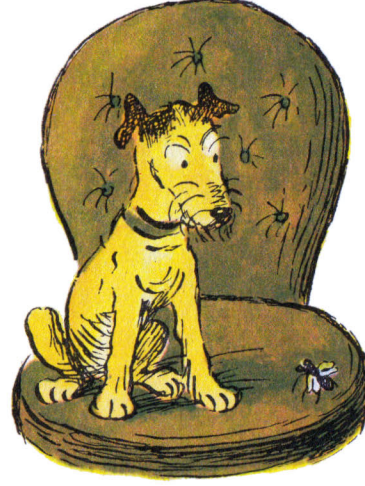
এমন সময় এ কী!
মাছি কেন ভন্ ভন্?
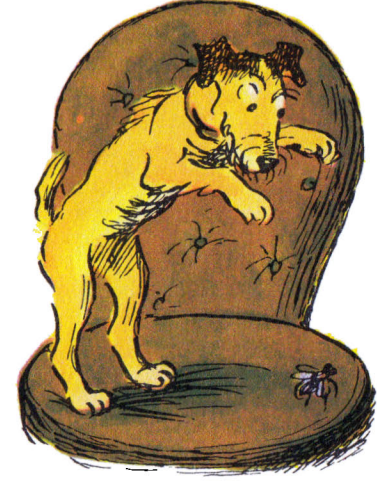
মাছি তাক করে ভুলো
হানে জোর দংশন,

তবুও সেয়ানা মাছি
করে সেই ভন্ ভন্!
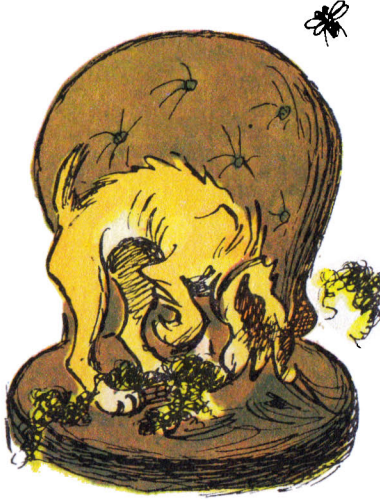
অবশেষে ভন্ ভন্
হল বটে সমাপন,
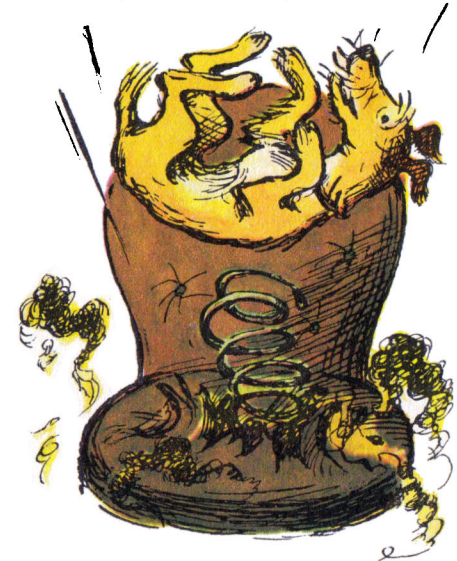
শুধু — গদি ছেঁড়া স্প্রিং পলকে
শূন্যে পাঠাল ভুলোকে!

বেআক্কেলে ব্যাঙের ছাতা

পুঁটলিটি নিয়ে সজারু চলেছে বাড়ি,
যেতে যেতে তার ক্লান্তি লাগল ভারি।
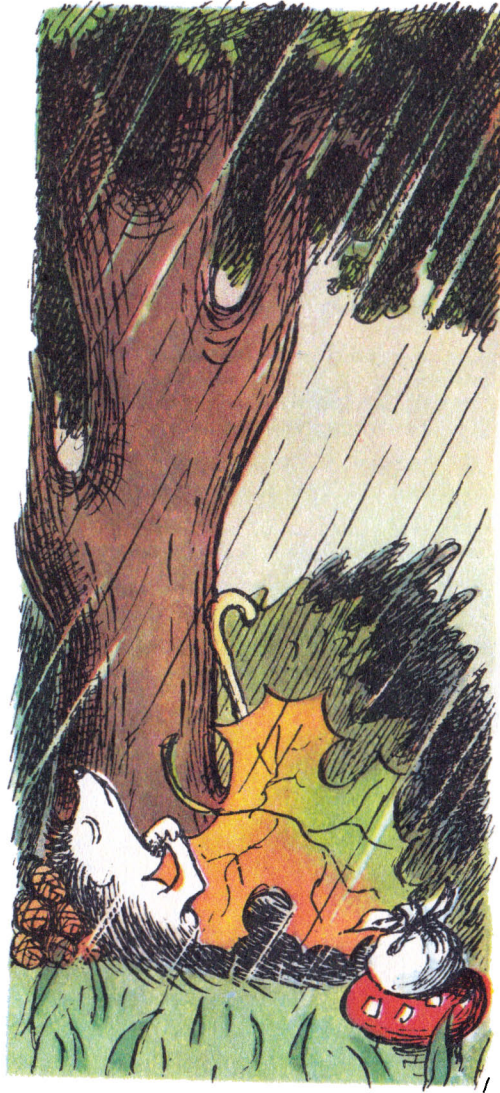
ব্যাঙের ছাতার ওপরে পুঁটলি রাখে,
ঘুমোয় সজারু, আরামেতে নাক ডাকে।

সকালে উঠেই চোখ তার ছানাবড়া,
কী ছিল, কী হল কিছুই যায় না ধরা।

না যাই যদি পড়ে নেবোই চুরি করে
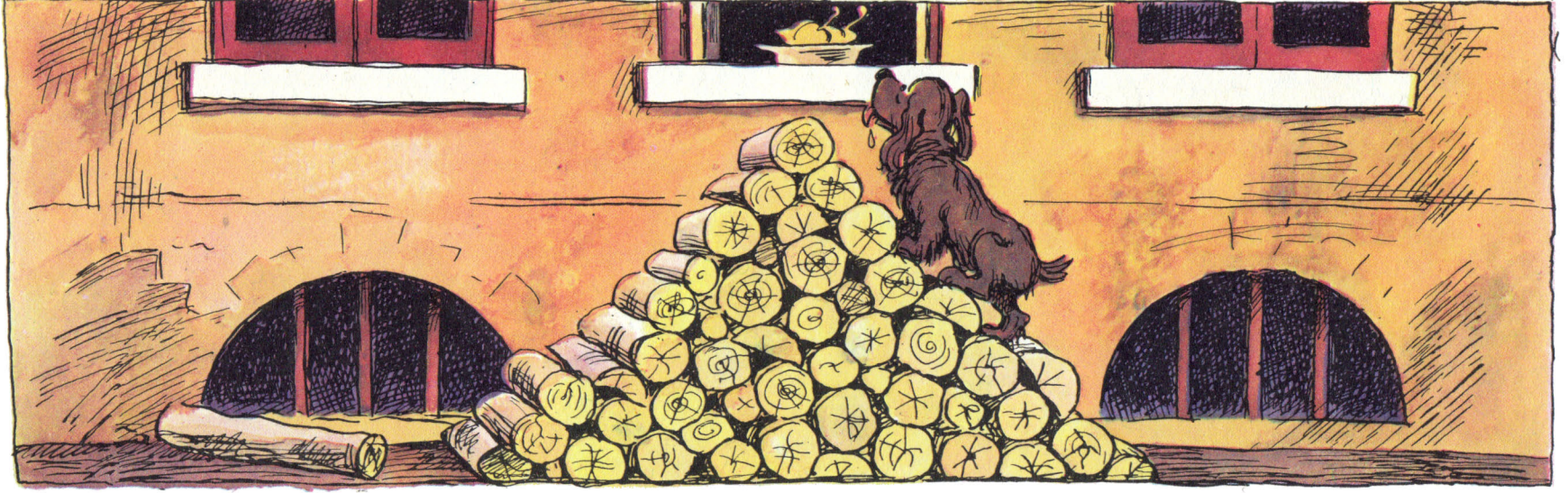
জানলায় ওই মাংসখানা নেবোই চুরি করে!
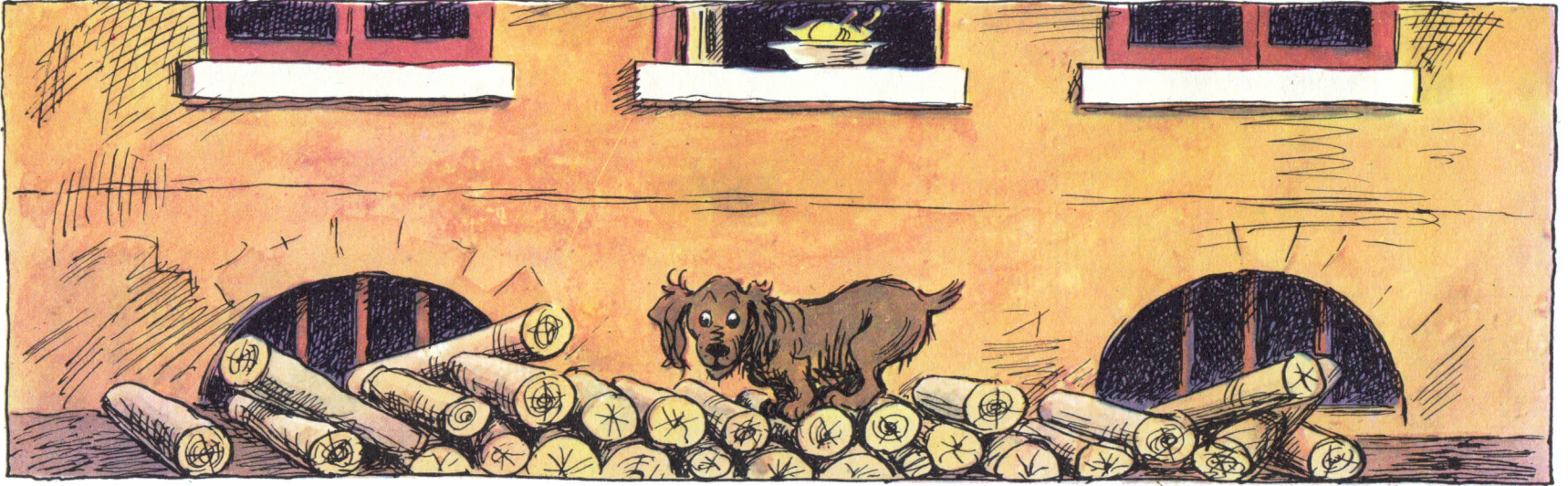
আগেই এতো জানা ছিল হড়কে যাবো পড়ে।

কাছিম আর ভালুক

তোফা হবে কাটলেট!
খাওয়া যাবে ভরপেট!

কাটলেট দুজনা
কোলাকুলি করে-না,

সে কী ছুট! ঝুপ ঝুপ!
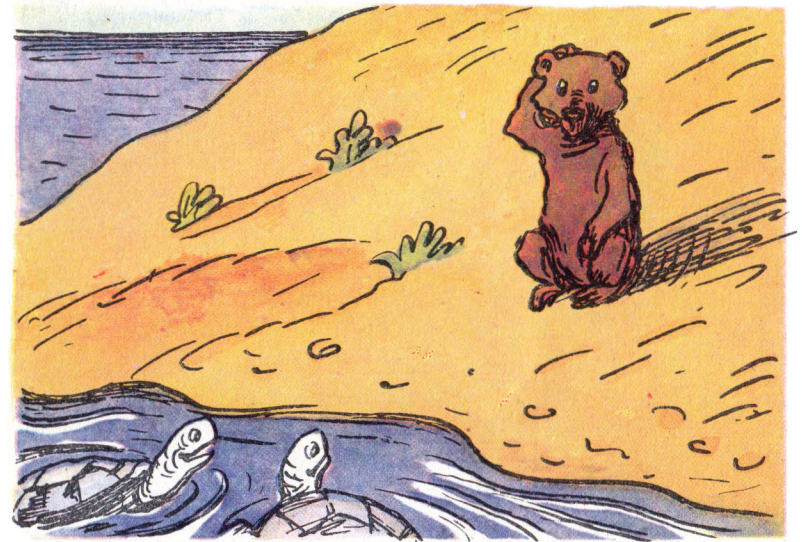
একেবারে জলে ডুব।

দোলনার ঝুল বেদম সুখ — হুঁশ রেখো ভাই নইলে দুখ
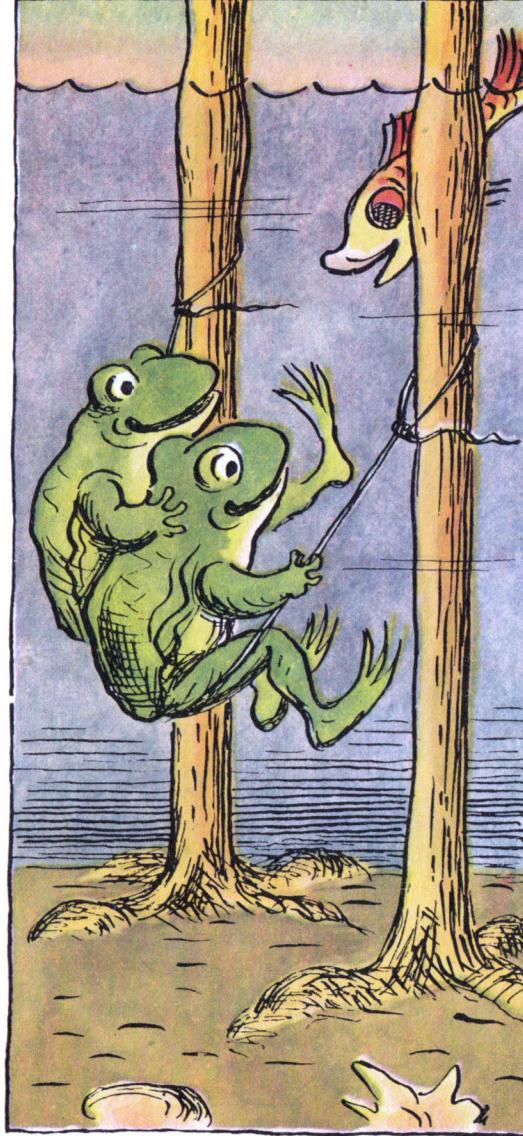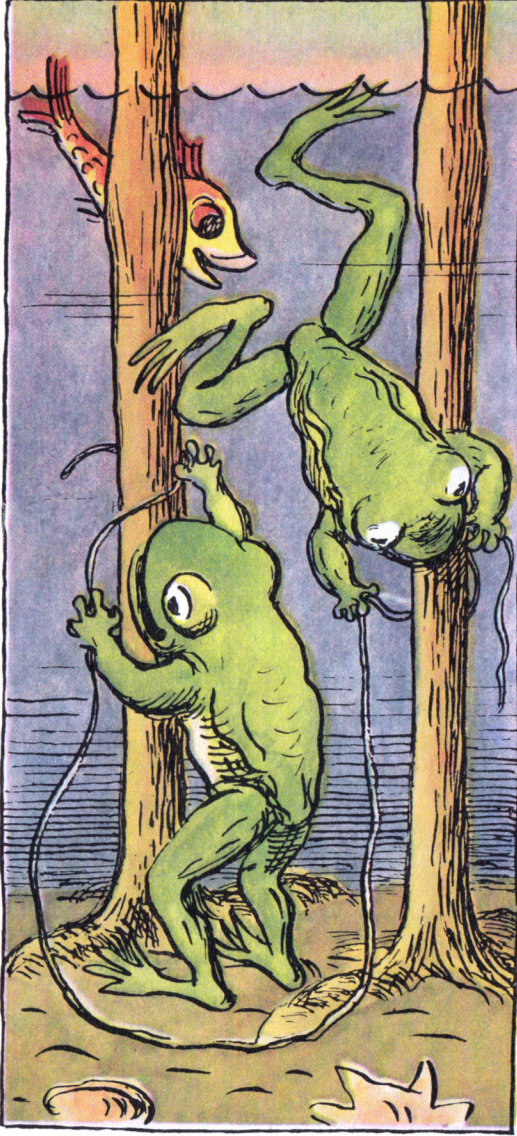
সেয়ানা কুকুরছানা

বেশি বেশি ঘেউ ঘেউ

মারামারি করে যে,

খাবার পাচার তার, আফশোষে মরে সে।

বলটা কোথায় ?
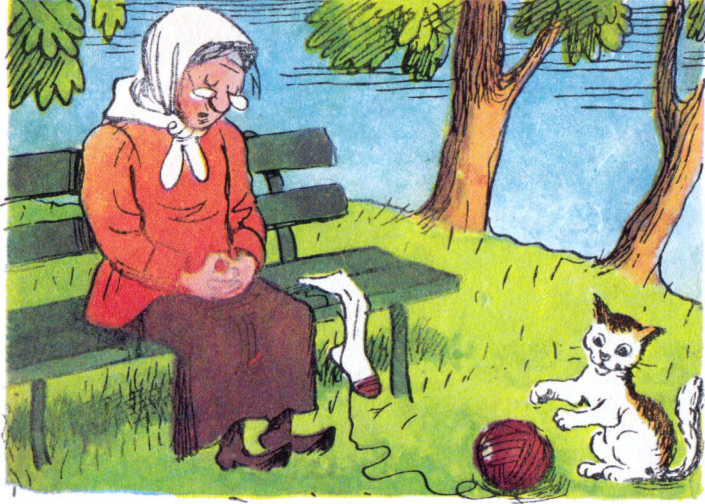
উলের বল গড়ায়,
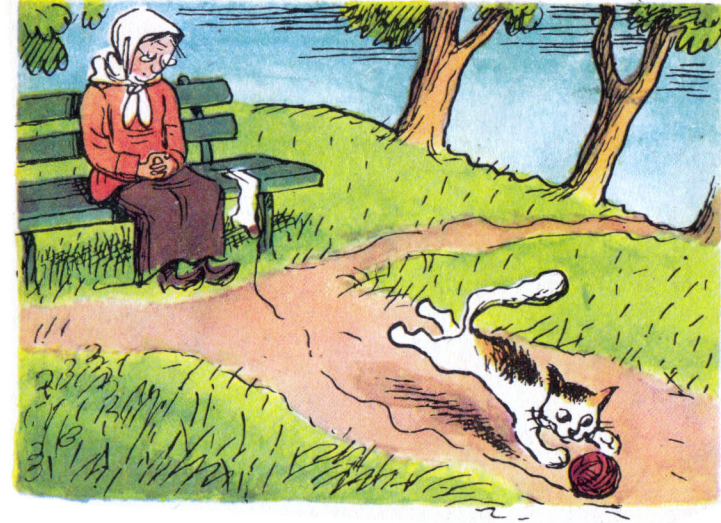
গড়ায় কেবল গড়ায়,
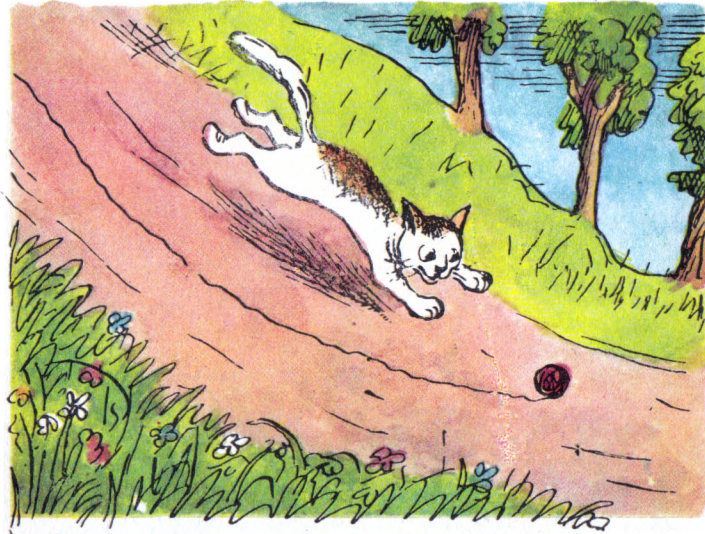
গড়ায় আর হারায়।
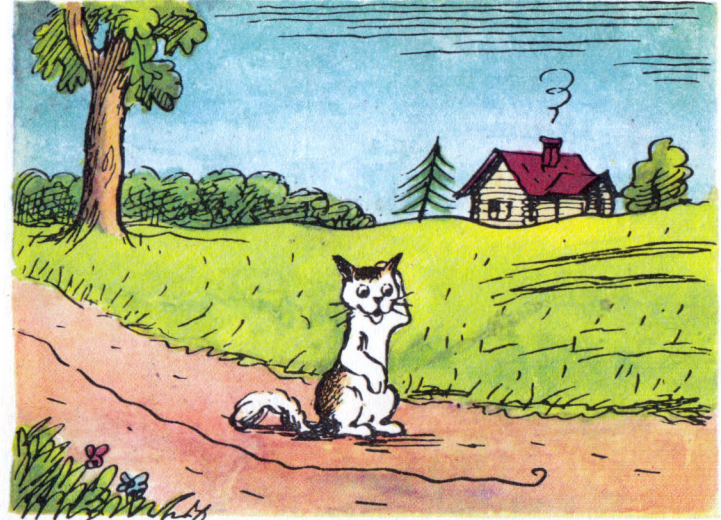
আমি তো জানি, বলটা শেষে গেল কোথায়,
বোকা বেড়ালছানা কিচ্ছু ভেবে না পায়।

যো হুকুম
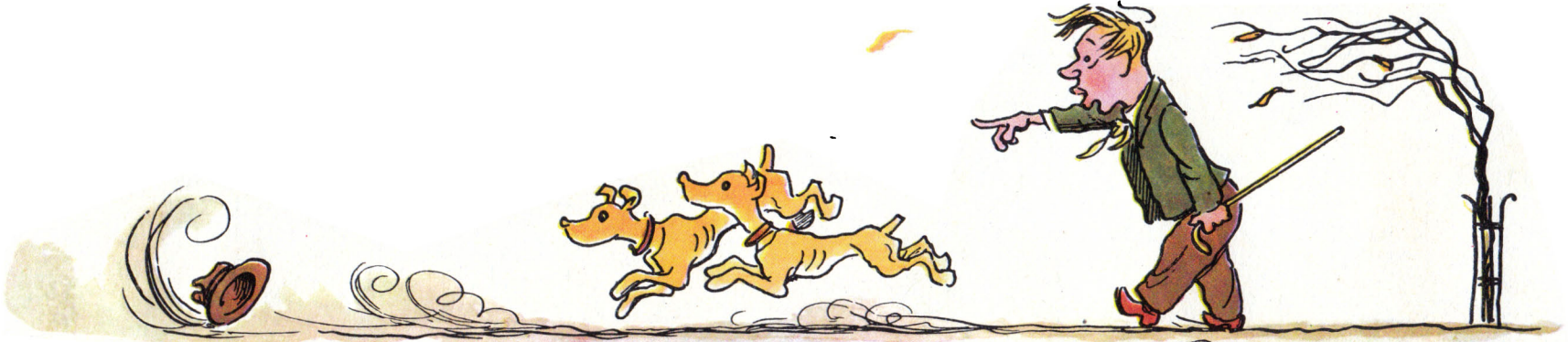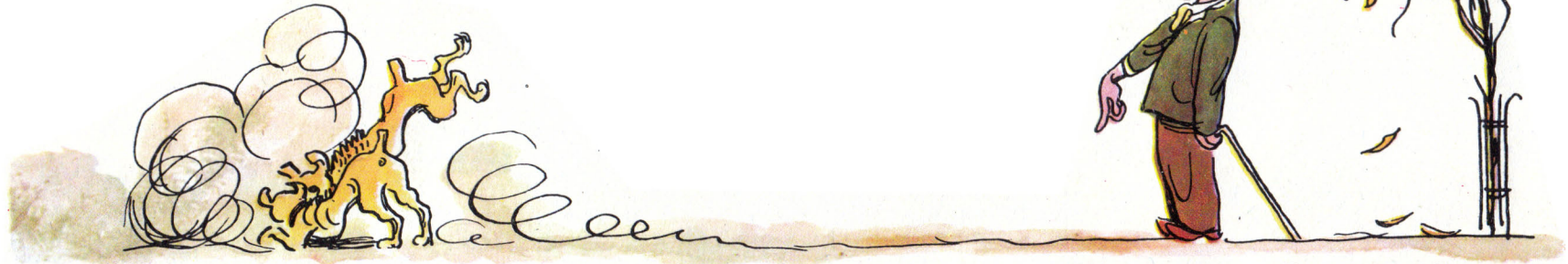
যেমন হুকুম তেমনি কাজ,
ছোটো সায়েবের মাথায় বাজ!

সজারুর ভাঁড়ার
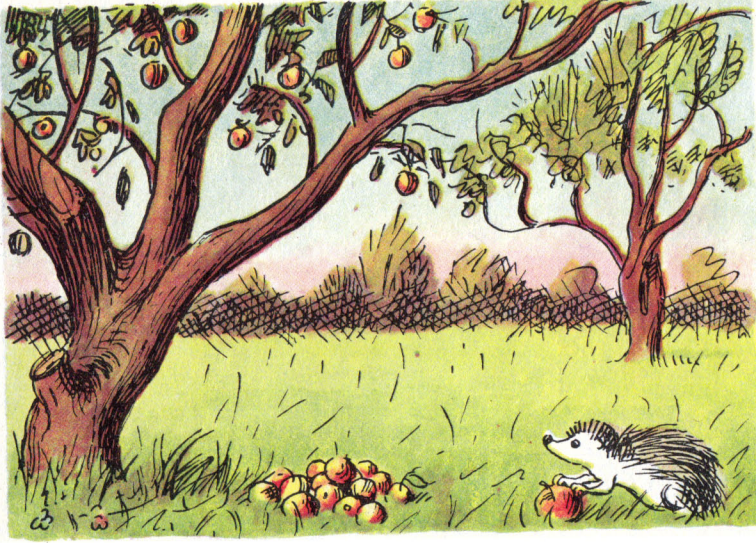
সজারু বললে, হায়রে হায়,

এত যে আপেল নিই কি করে?

মাথা ঘামালেই হয় উপায়,
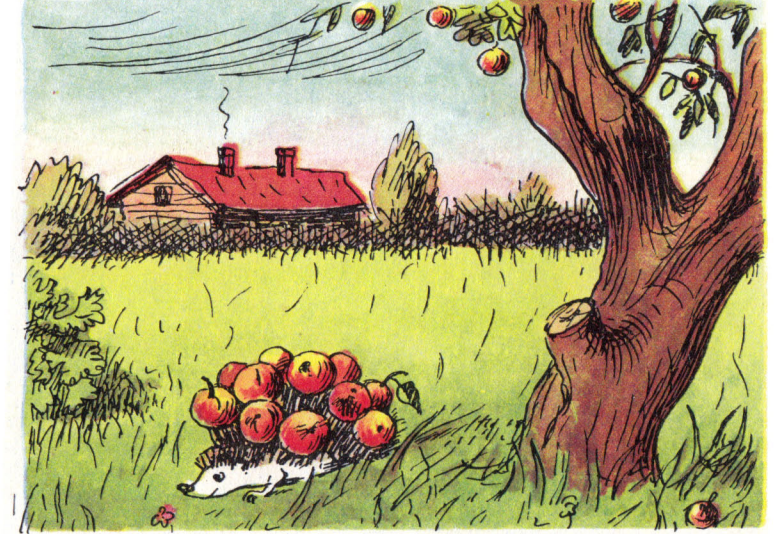
পিঠে গেঁথে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে!

মজার পাড়ি

সজারুর ছানা কাঁদছে ভারি,
পা টনটন হাঁটতে নারি!

ভাবনা কী, এরও আছে উপায়,
দ্যাখনা কেমন মজার পাড়ি!

নিজের কর্ম্মে নিজেই গুঁতো
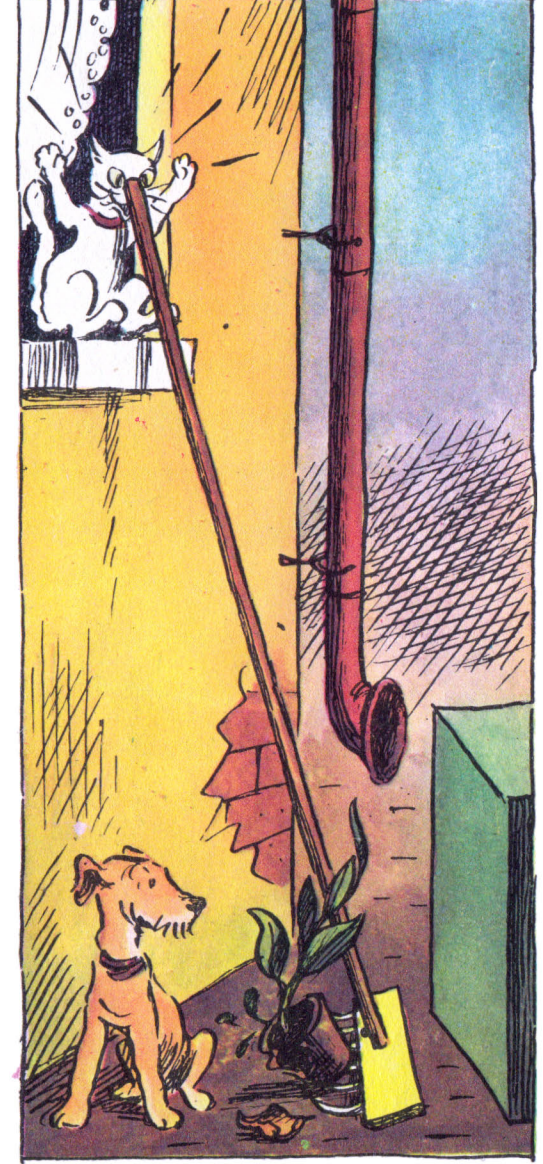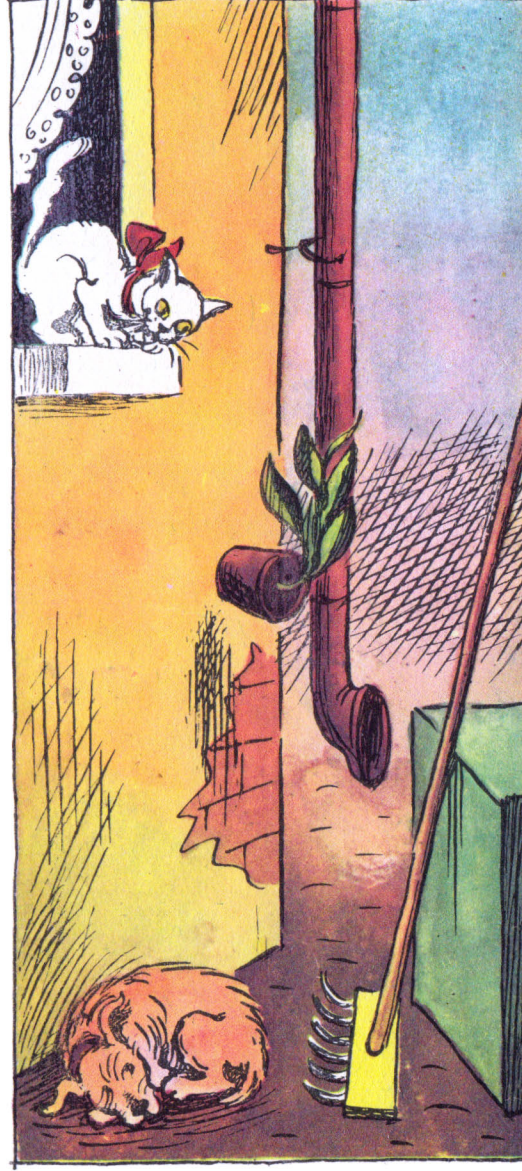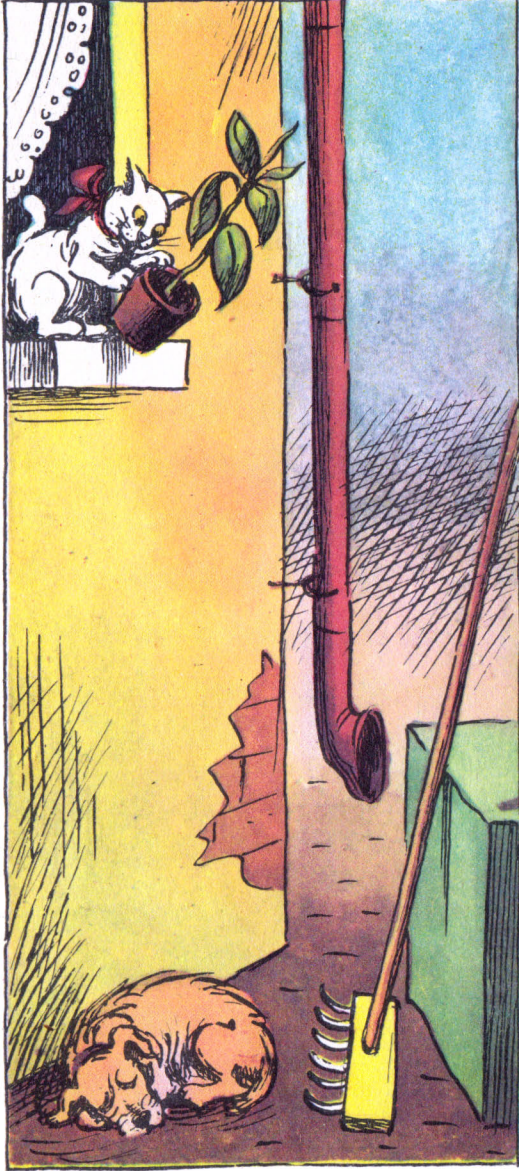
পরের মন্দ করতে যেমন যাও,
নিজের কর্ম্মে নিজেই গুঁতো খাও।

টুপি বলে, যাই, বেড়িয়ে আসি
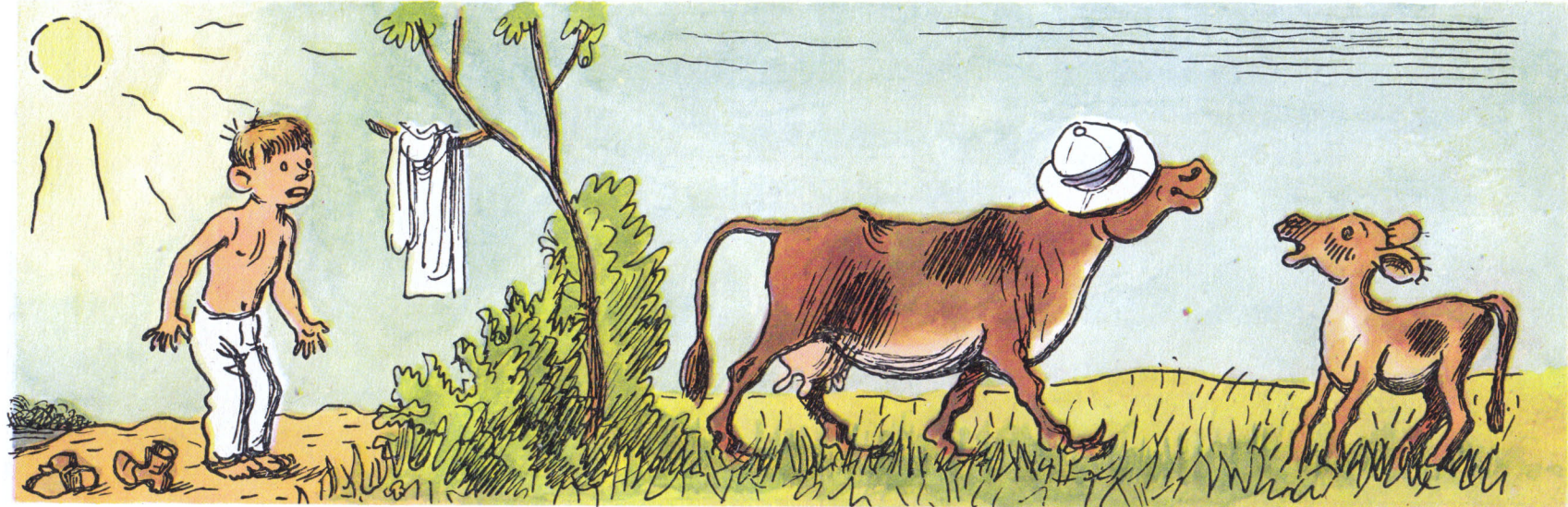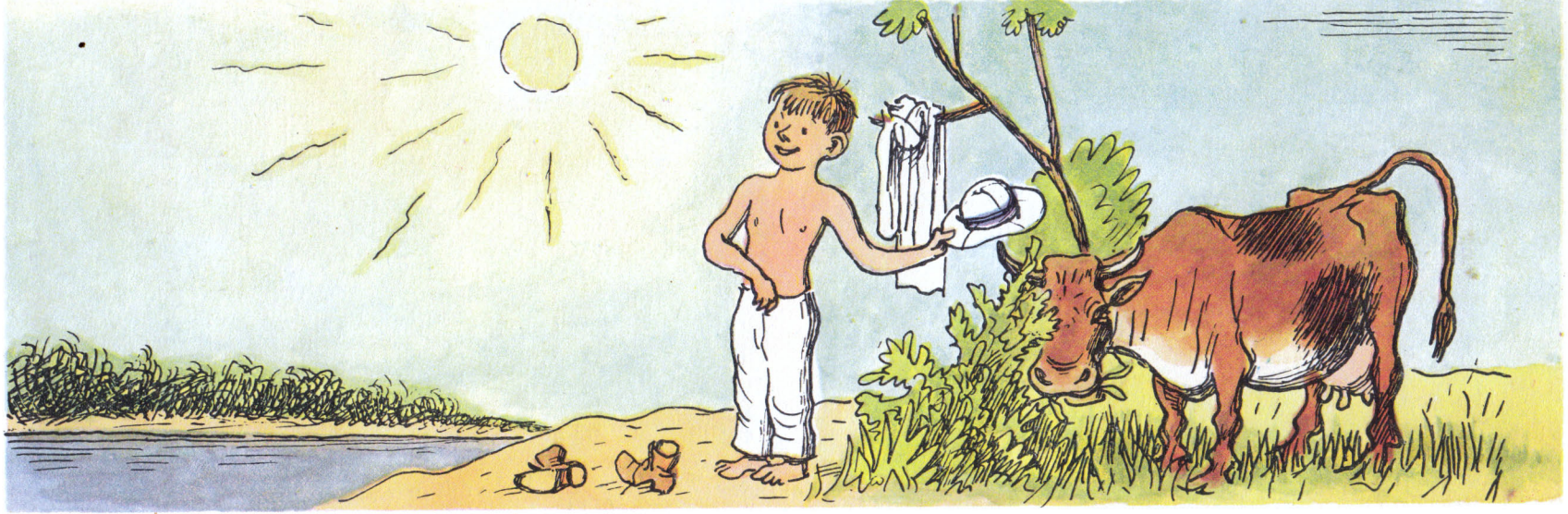
বুদ্ধিমান ব্যাঙ
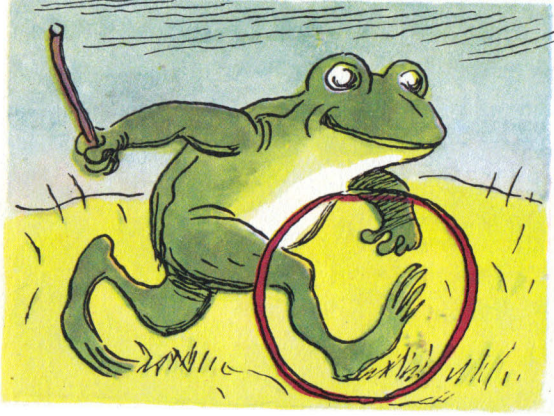
নেহাতই তার মরণ ছিল,
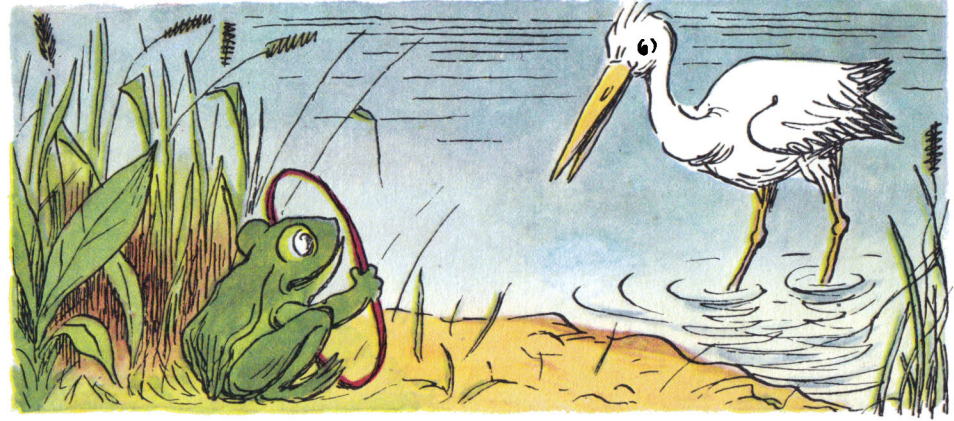
বুদ্ধি ছিল ভাগ্যে —
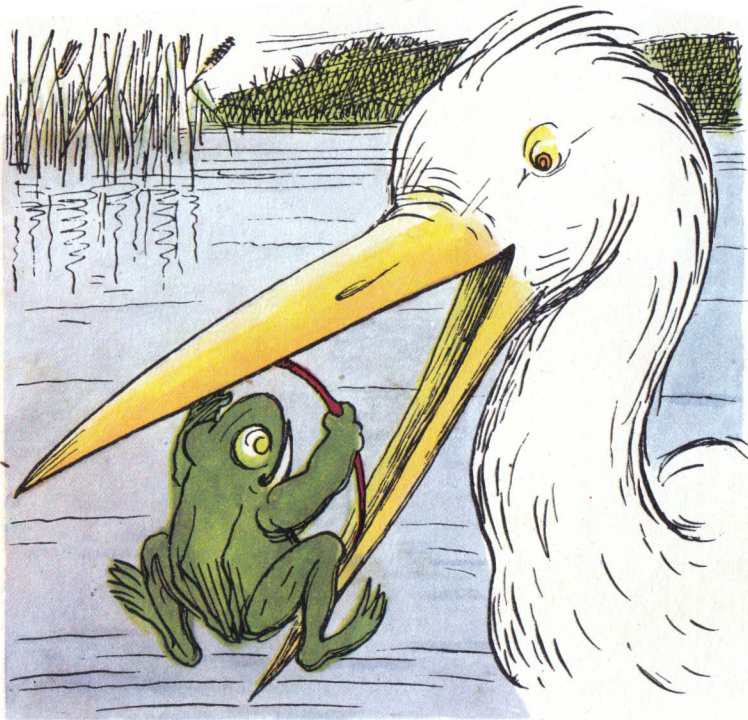
ব্যাঙ পালালো ফোকর গলে,
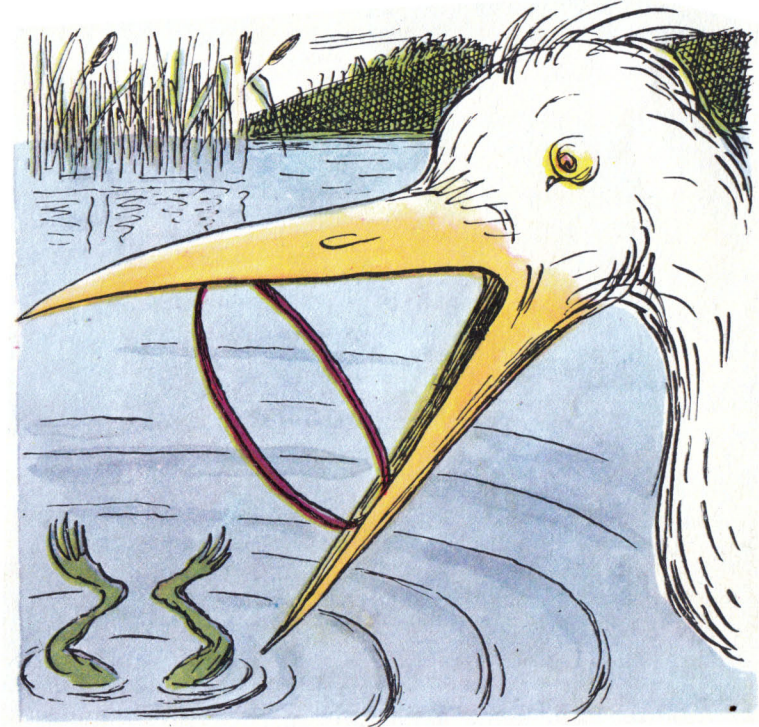
চাকা খেতে চায় খাক গে!

ইভান খুড়ো হতভম্ব
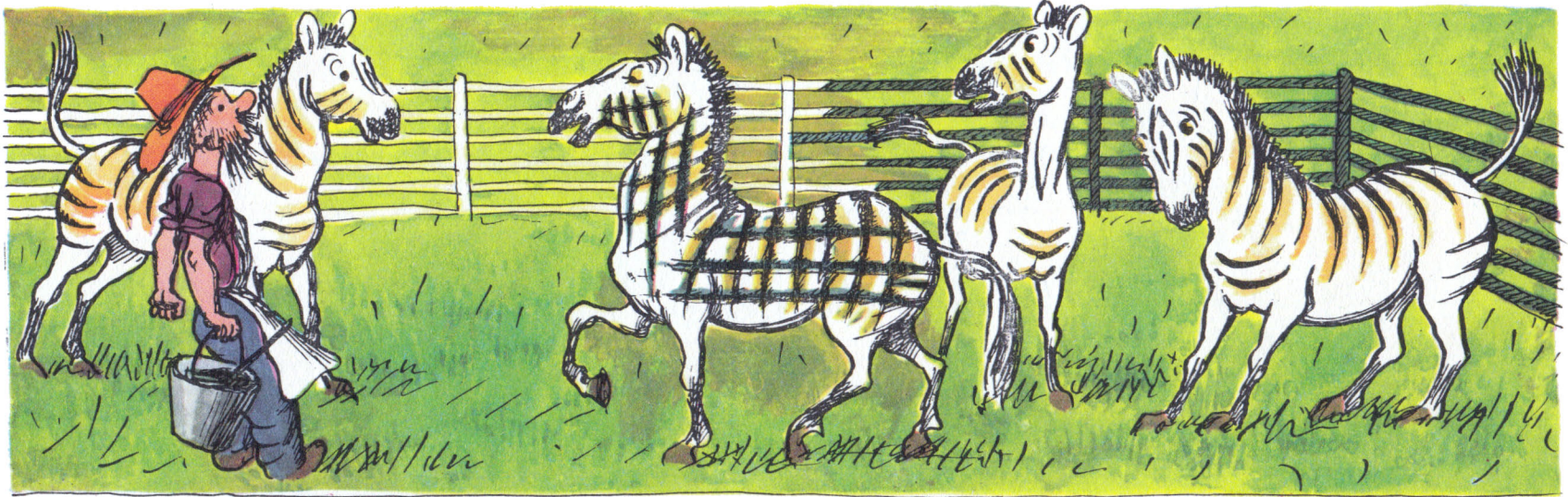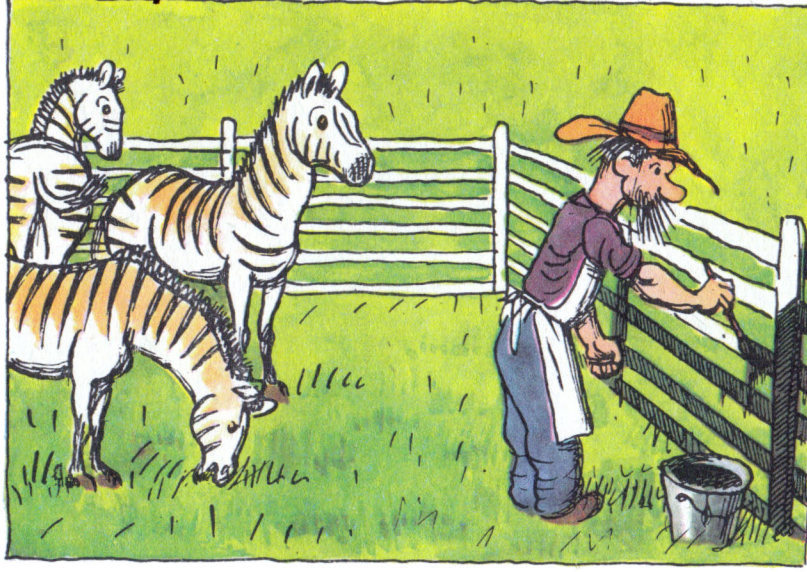
হকচকিয়ে ইভান খুড়ো তাকালে,
—চেহারা দেখে উঠেছে চোখ কপালে!

নিশ্চয় এক রোগে ধরেছে জোরদার,
দোহাই তোমার, শিগ্গি ডাকো ডাক্তার!

ছাতার ভাগ্যচক্র
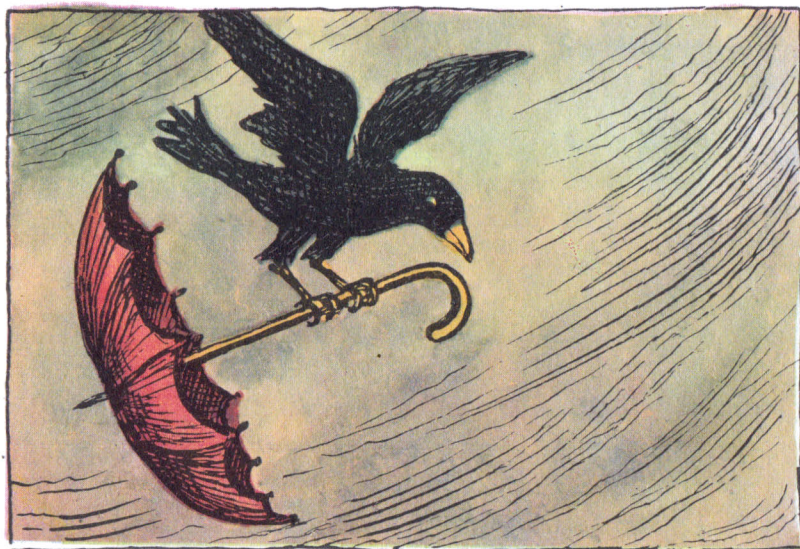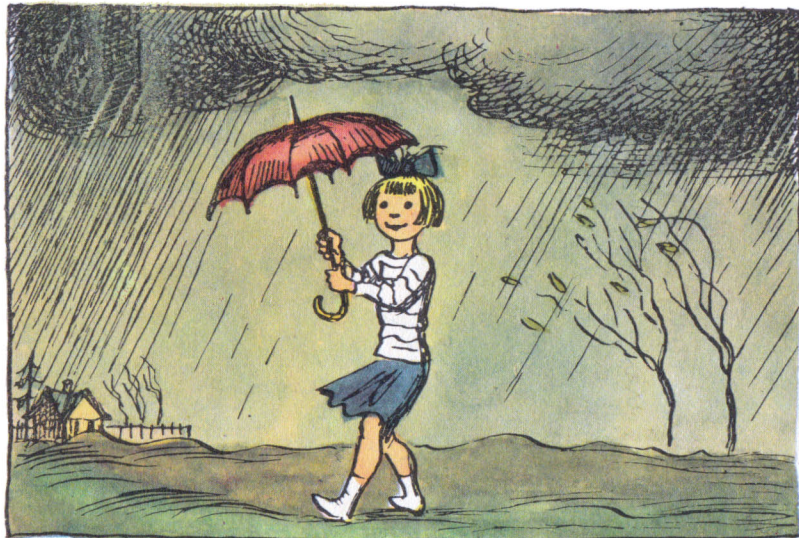
কী কাণ্ড!
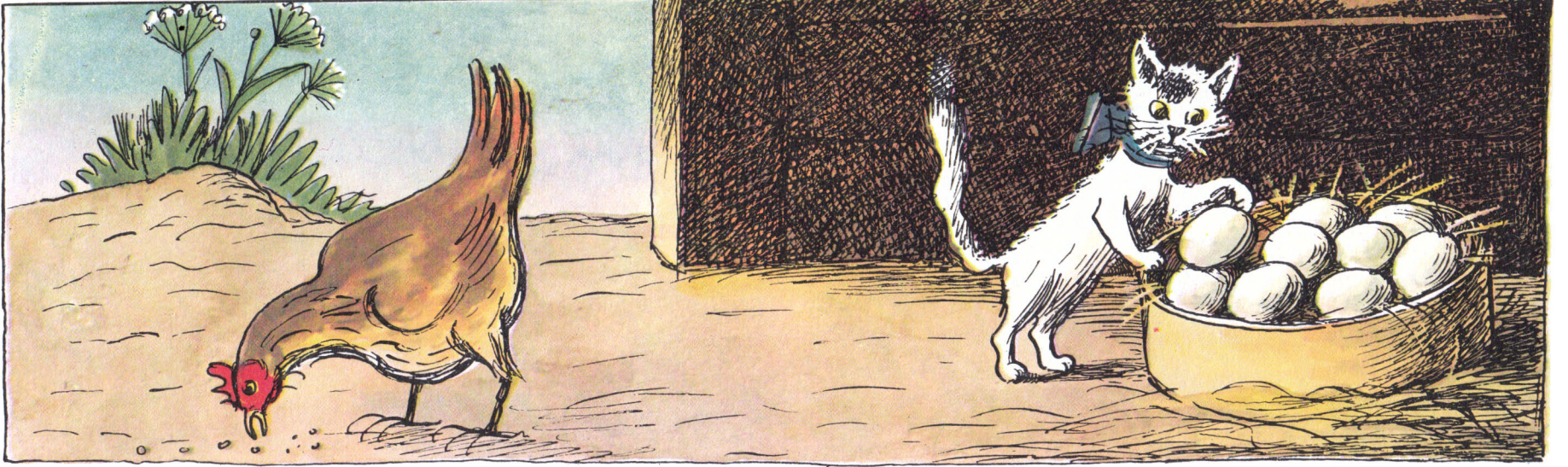
পুষি আমাদের ভীষণ অবাক, উহুই!
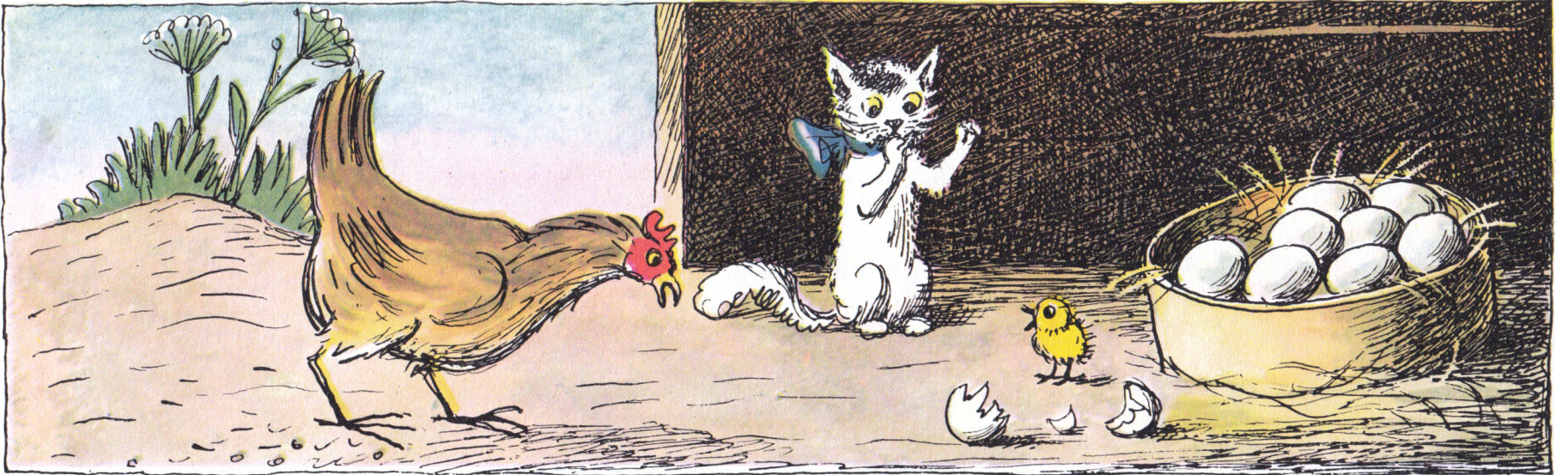
— ছোট্ট মুরগী, কোত্থেকে এলি তুই!

মানিক জোড়
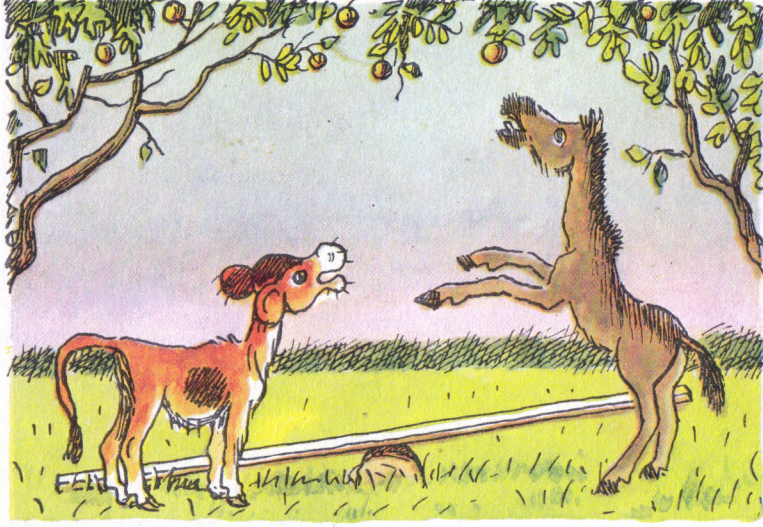
নাগালে যদি না পাই ফল,
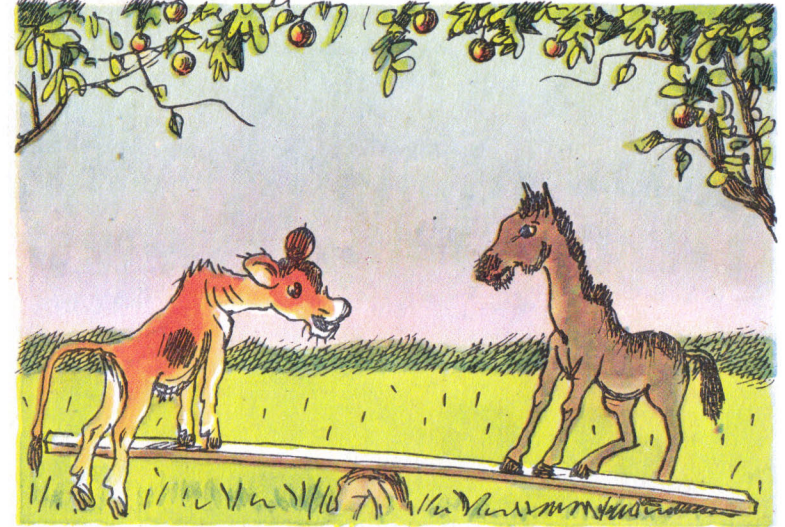
এই দ্যাখো-না ভাই,
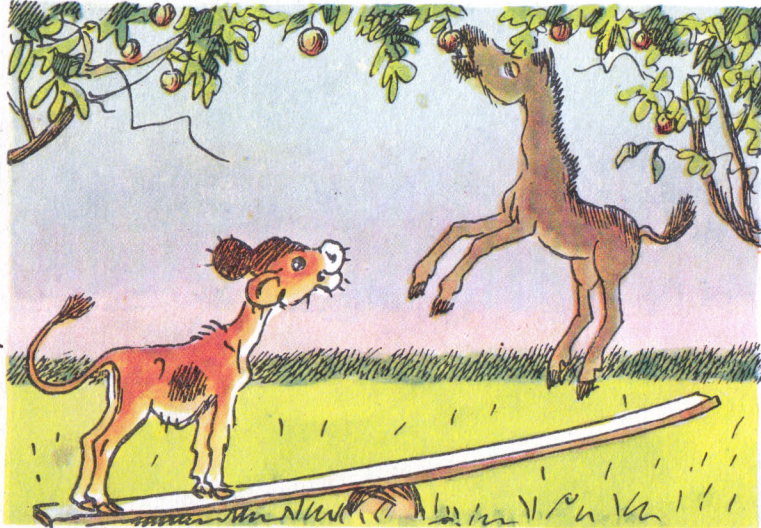
বানিয়ে ফেলে মজার কল,
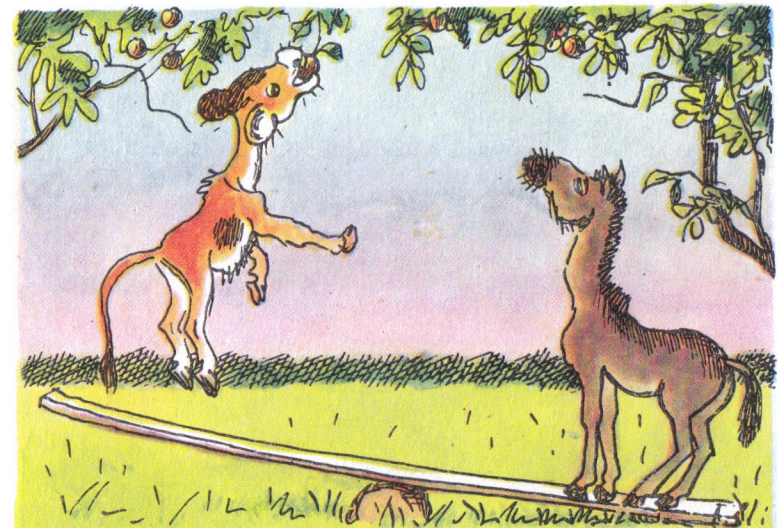
পেড়ে পেড়েই খাই।

কাঠবেড়ালির নেমন্তন্ন
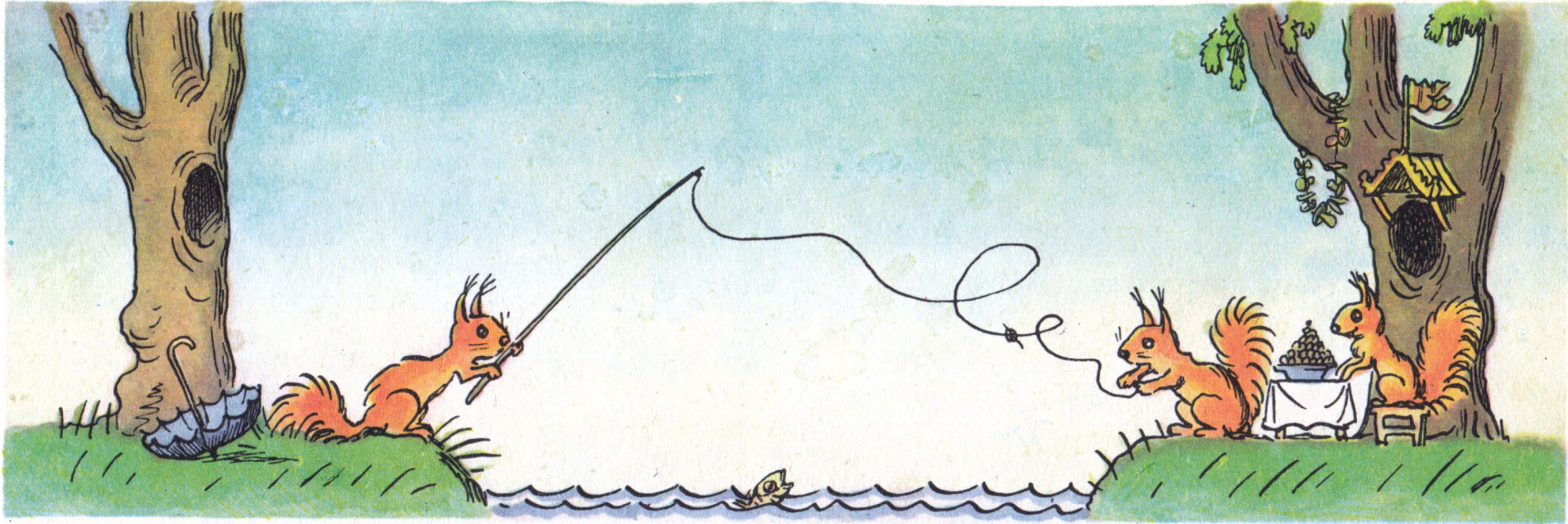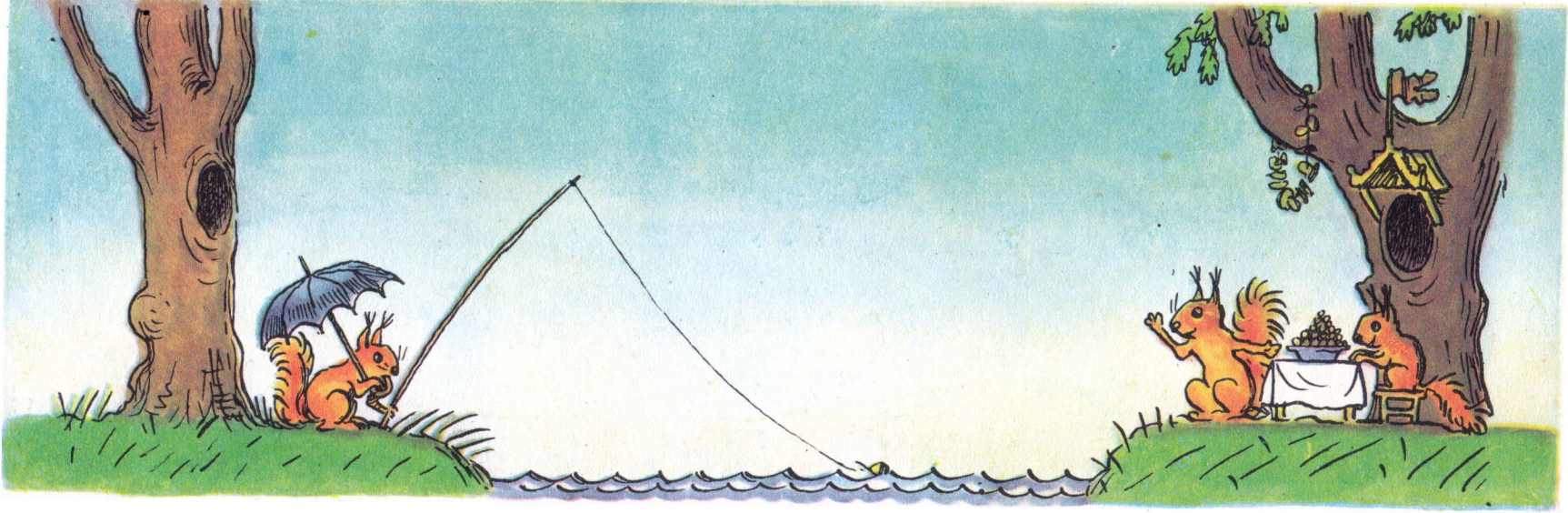
— ডিনার তৈরি, কী করে আসবে দাদা?
সাঁকো নেই, ফেরি-নৌকোও নেই বাঁধা!
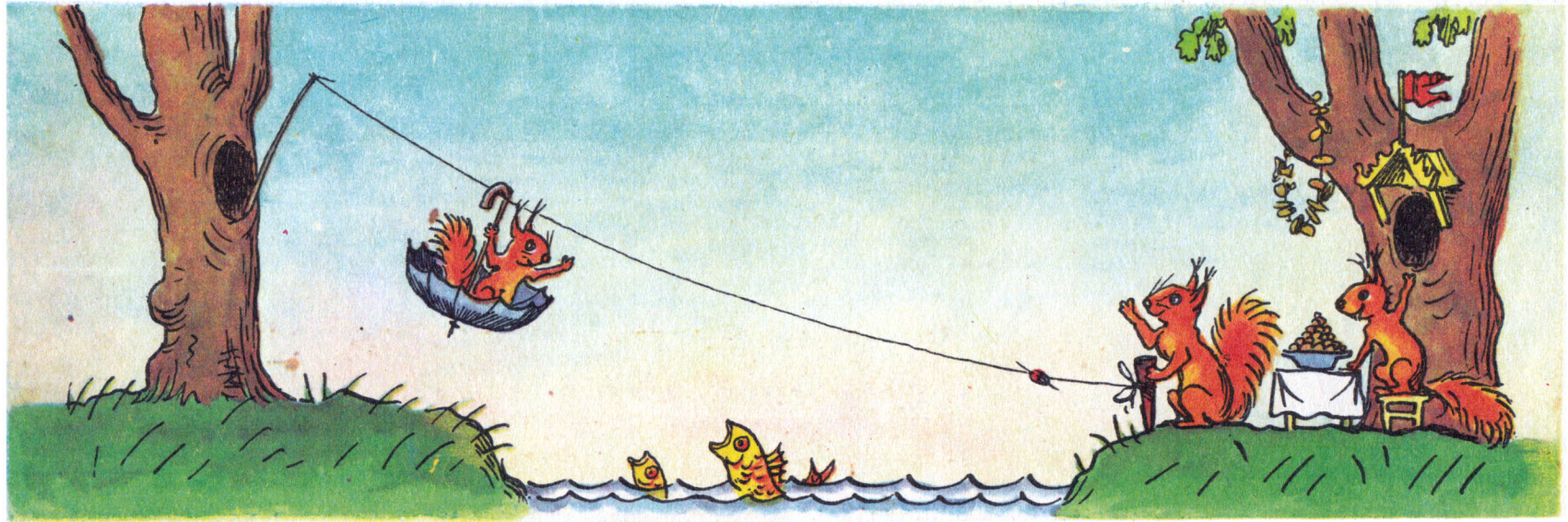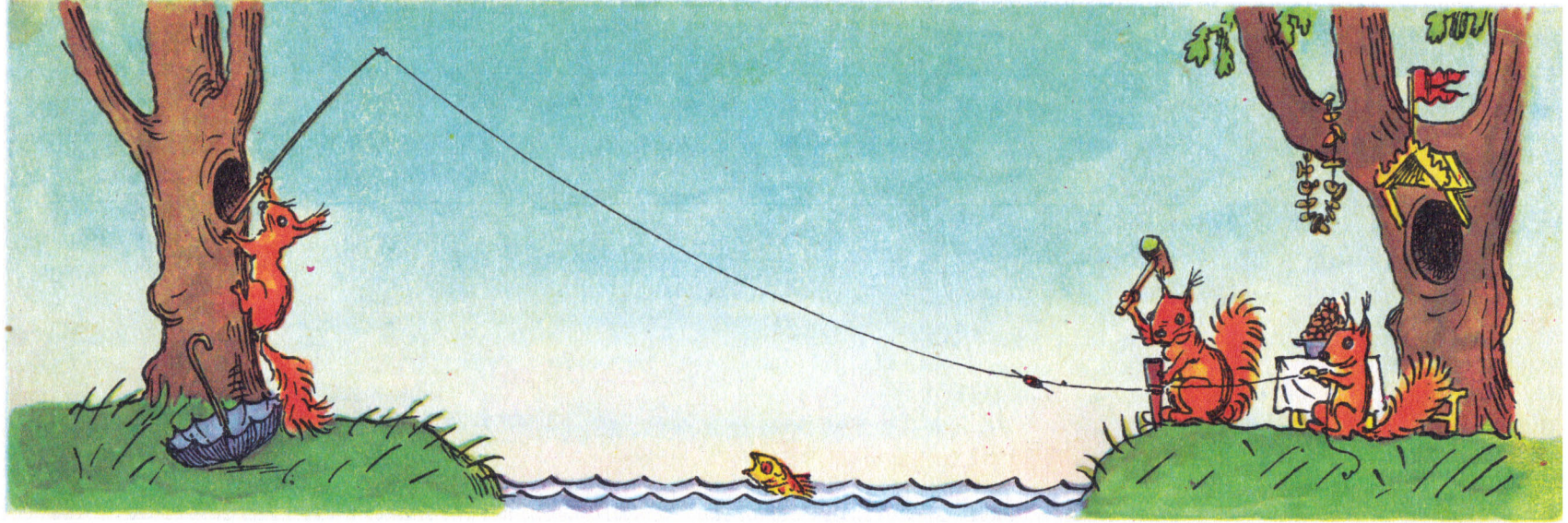
— এখ্‌নি আসছি, ভাবনার কিবা আছে,
ছাতা চেপে, দ্যাখো, সটান তোমার কাছে!

খেলনা খরগোশ আর জীবন্ত খরগোশ
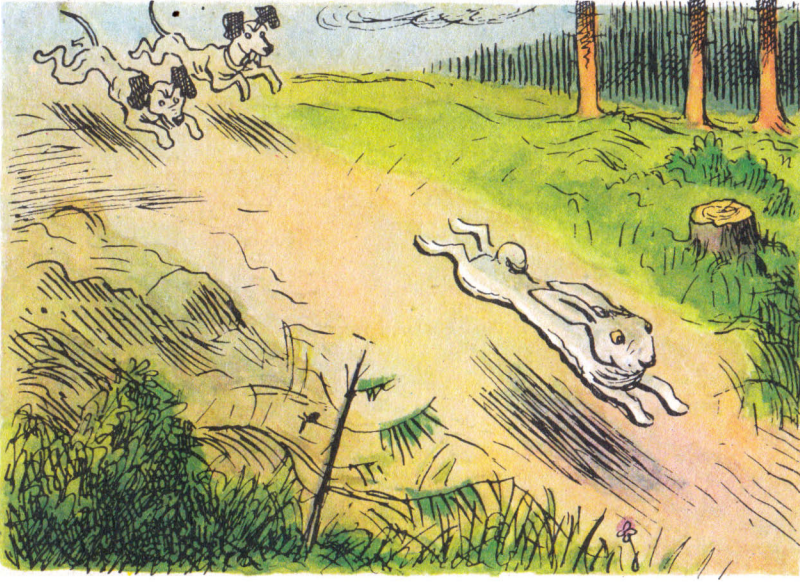
কুকুরে করেছে তাড়া --- নেই নিস্তার...
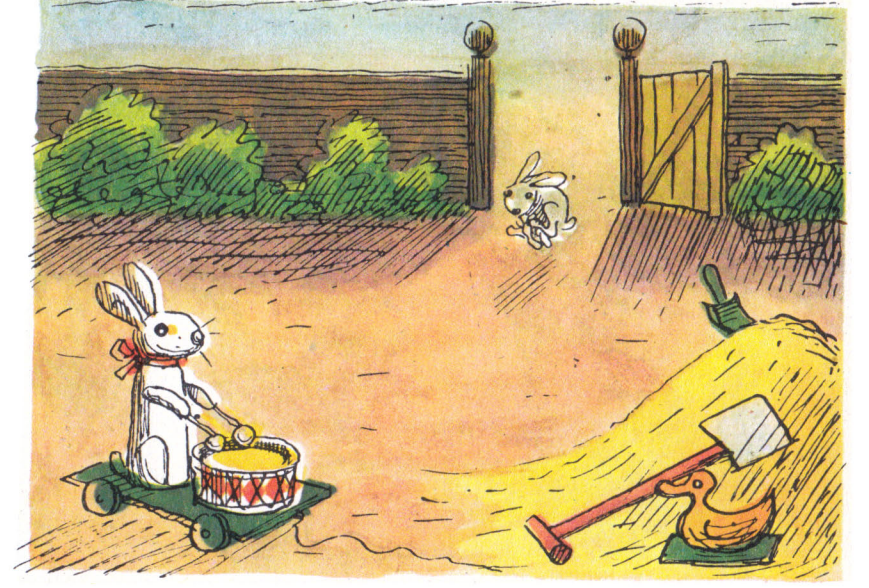
খেলনা পুতুল পথে পড়ে ছিল কার!
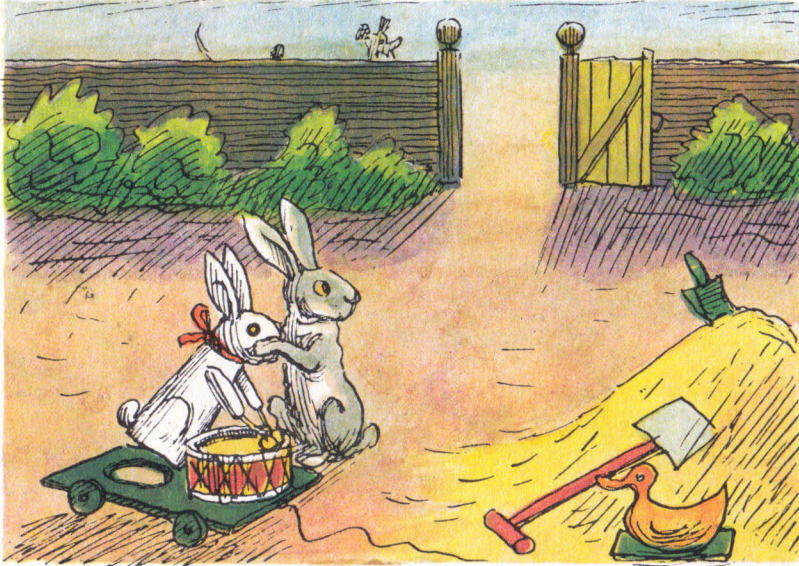
খেতে চায় খাক ওটা, এর জায়গায়
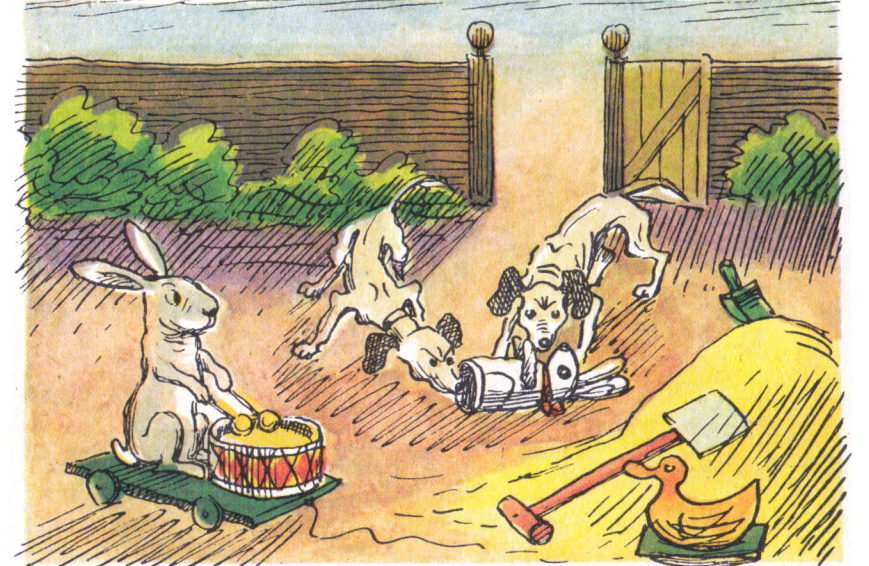
বসে আমি মজা দেখি কী শিকার পায়!

বাপরে ইঁদুর!

— পেয়েছি এবার,
মটকে দেবো ঘাড়।

— তাড়া কীসের মাসি,
একটু রোসো, আসি।

নাটার মতো চোখ দেখি ওর, ভাঁটার মতো হাঁ,
— গেলুম, গেলুম, — চেঁচিয়ে ওঠে বোকা বিড়ালটা!

হাসিখুশি তিন খরগোশ
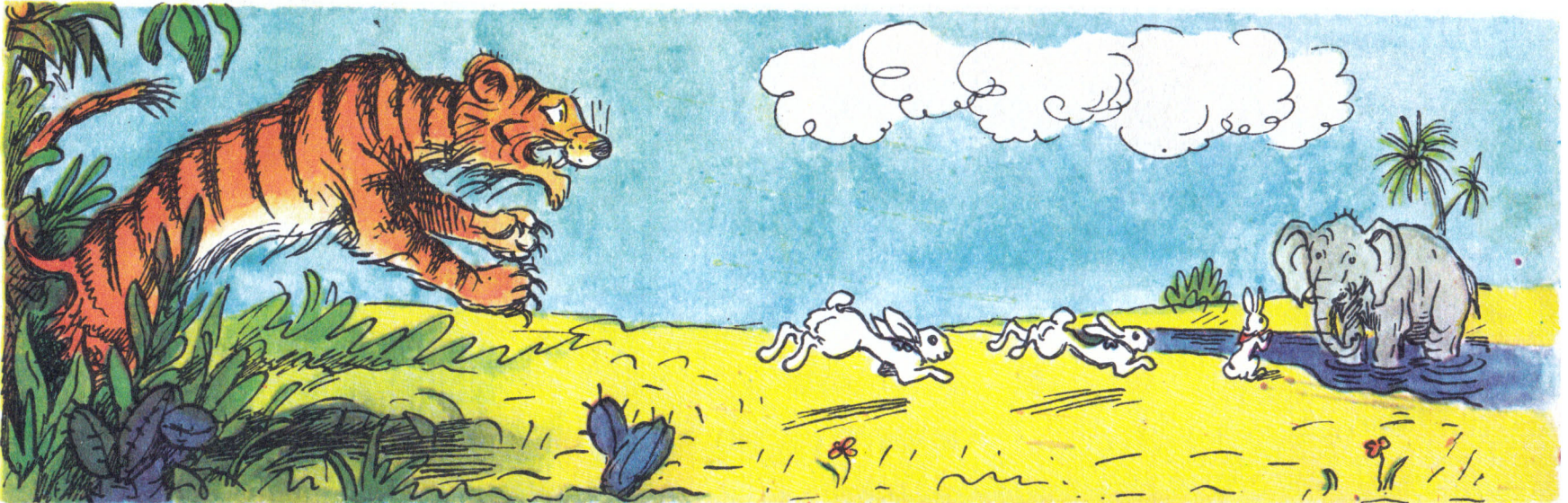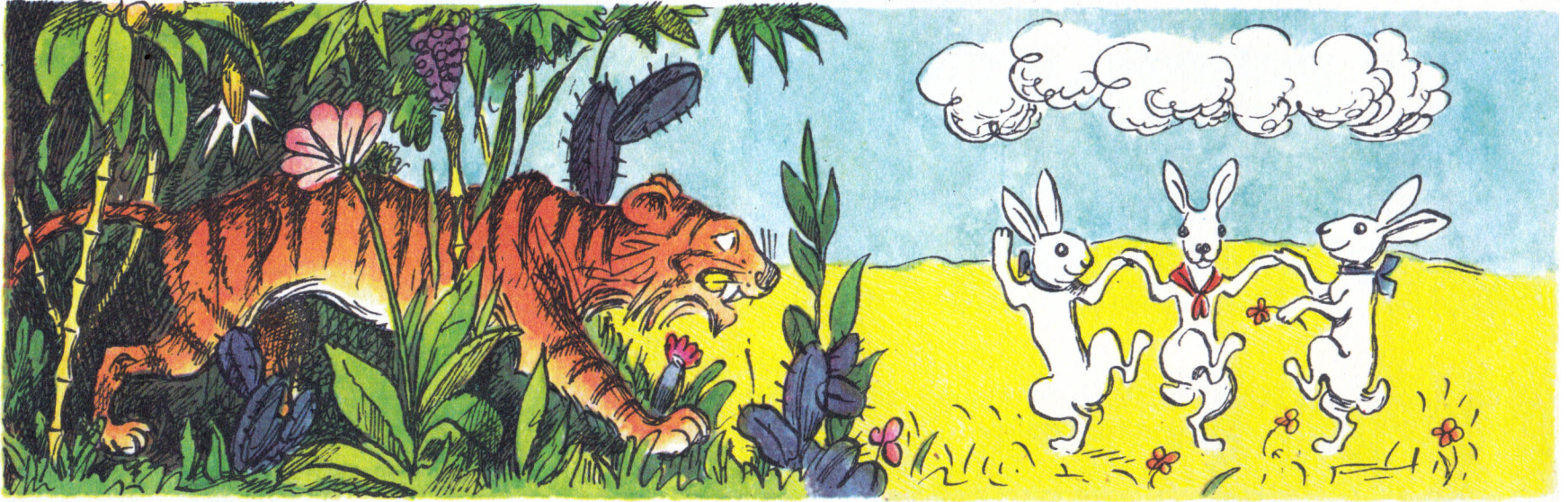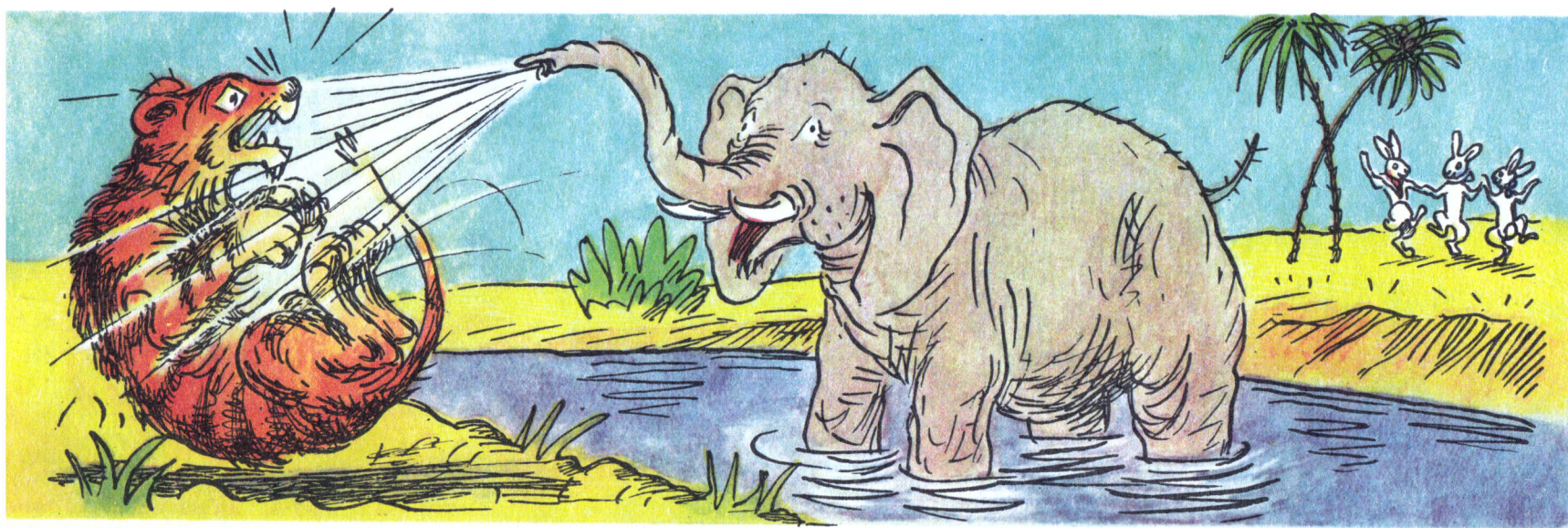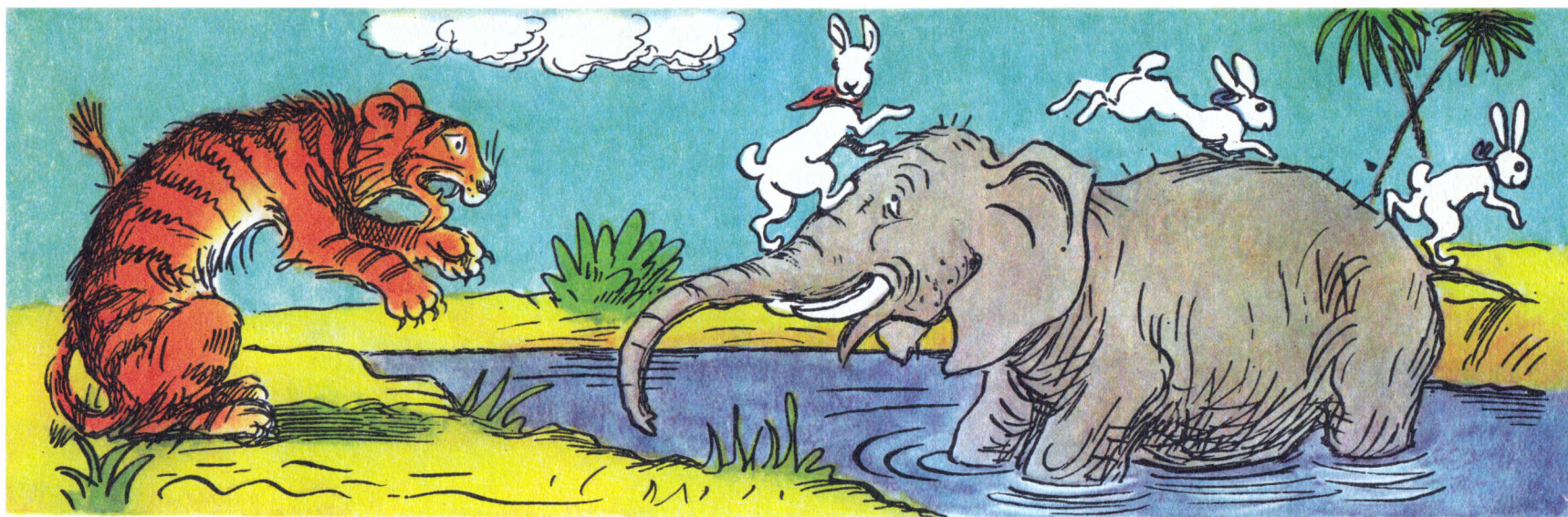
বলো তো কী ব্যাপার?
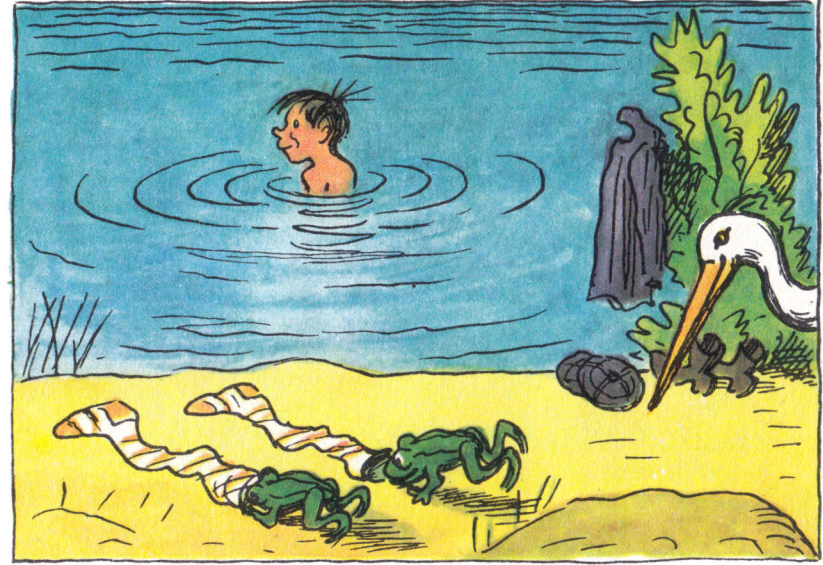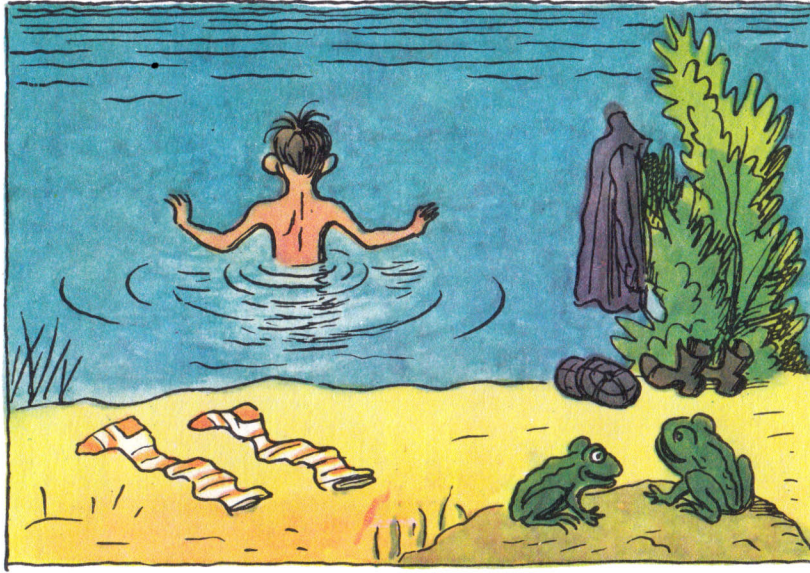
হায় ভগবান এ কী, এ!
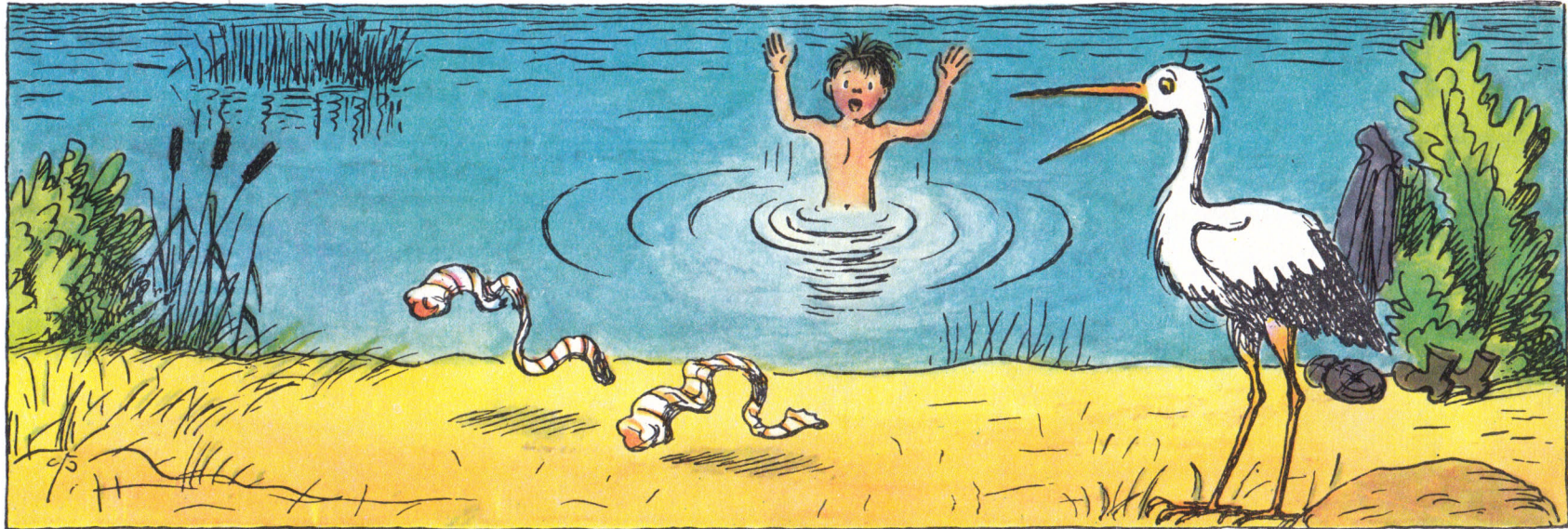
মোজা চলল লাফিয়ে!

জমা বরফের মই বেয়ে টুঁপি আনবই

হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে টুঁপি,

মা-বাপে ভাবছে কী কারচুপি!

জমা বরফের মই লাগিয়ে,

ছেলে আনল টুঁপি নামিয়ে।

খরগোশের ফাঁদে নেকড়ে

কেঁদো নেকড়ের দাঁত কড়মড়!
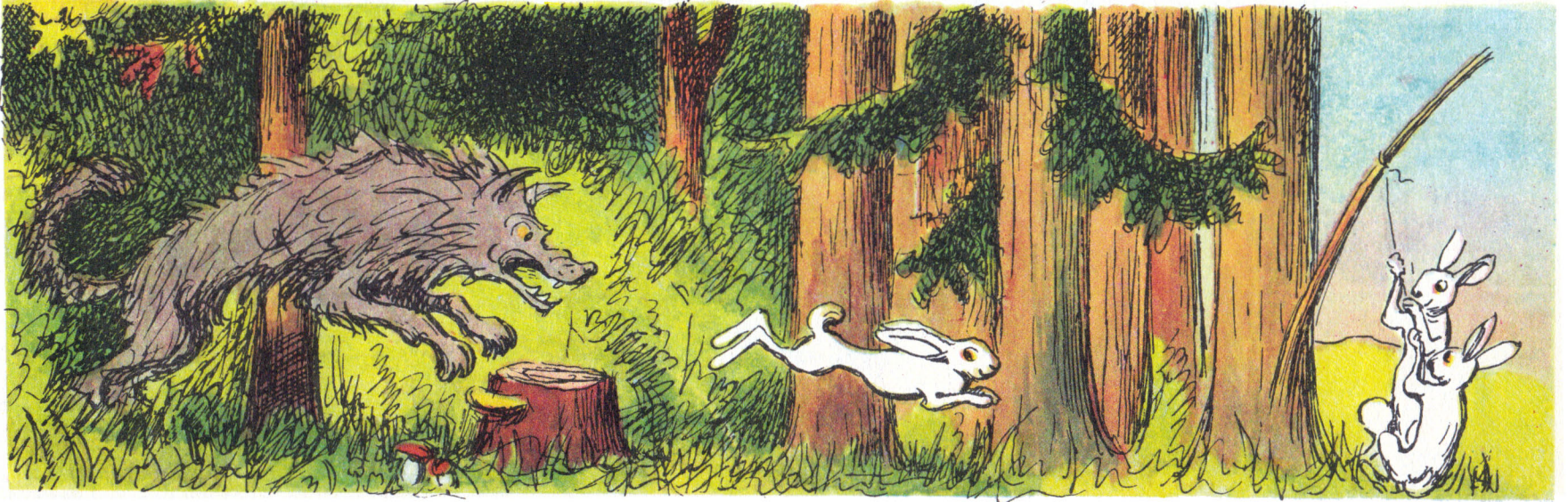
পরোয়া কীসের, কীসে ভয়ডর!

গলে যাব মোরা, ভাবছো তো খাবে?

তুমি হে নেকড়ে, লেজে আটকাবে!

উদ্ধার

বাগানে পড়ল পাখির ছানা,
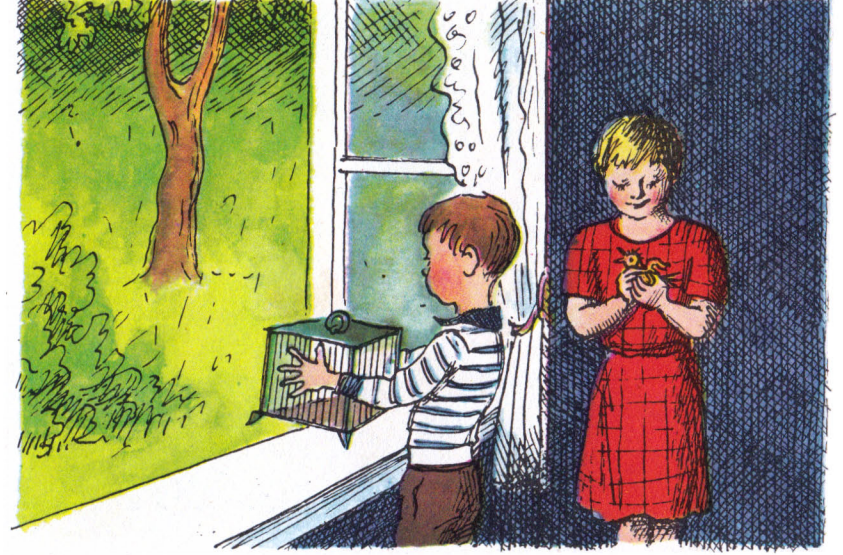
খাঁচাতে থাকবি, পাবি তো দানা।
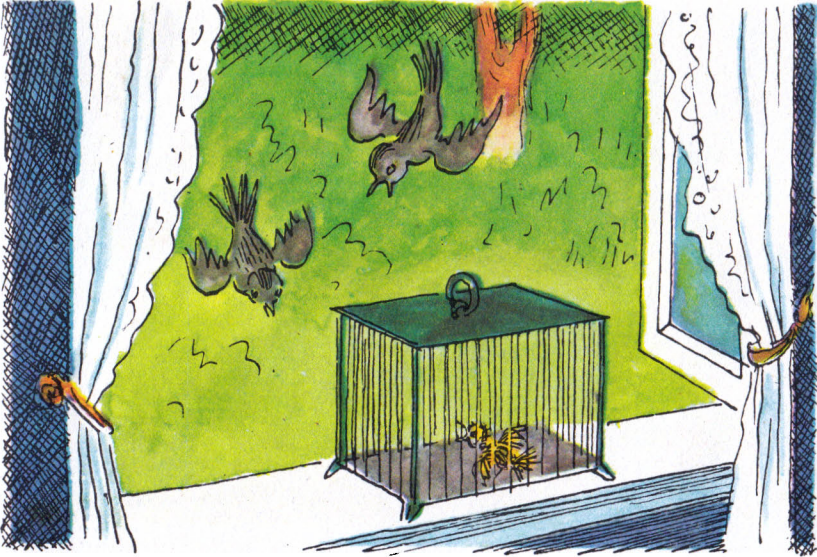
উড়ে উড়ে এল বাপমা তার,
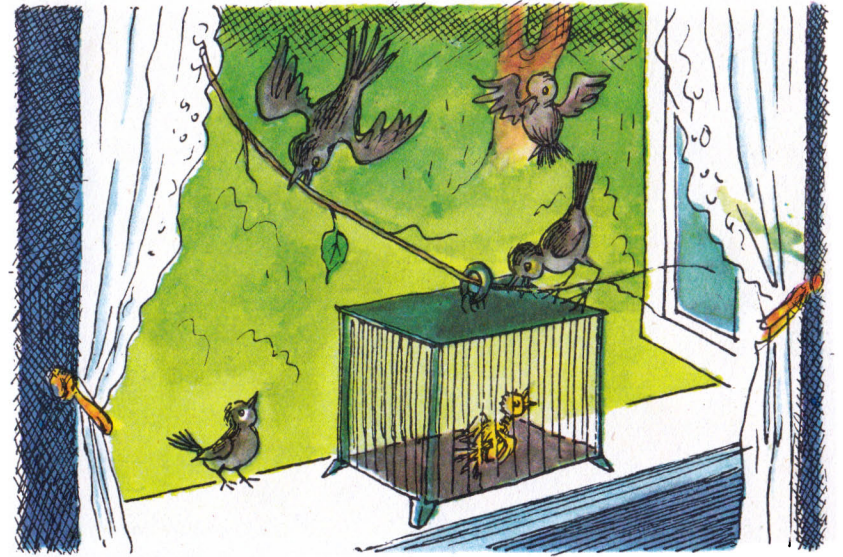
ভয় নেই বাছা, ভয় কী আর।
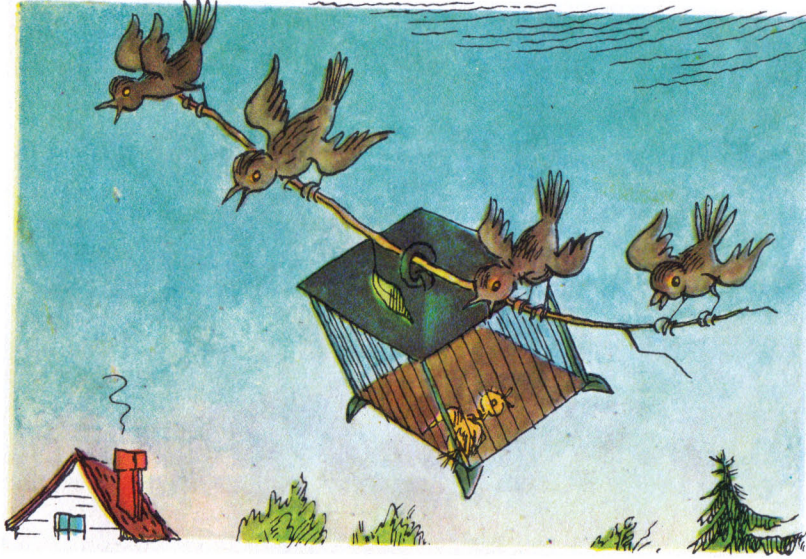
— কিন্তু খুলবো খাঁচা কী করে?
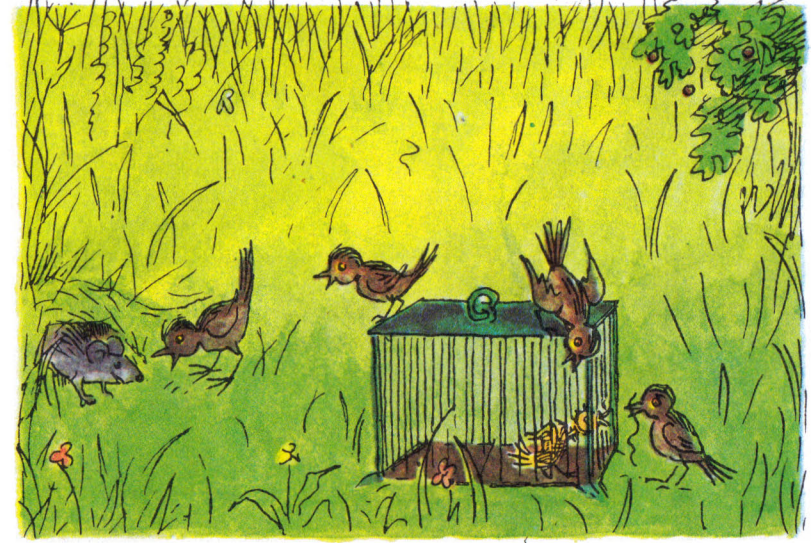
— দেখি একবার, — বলে ইঁদুরে।

ডানা মেলে গান সবাই ধরে...

ঘরের ছেলে যে ফিরেছে ঘরে।

পোড়া কপাল
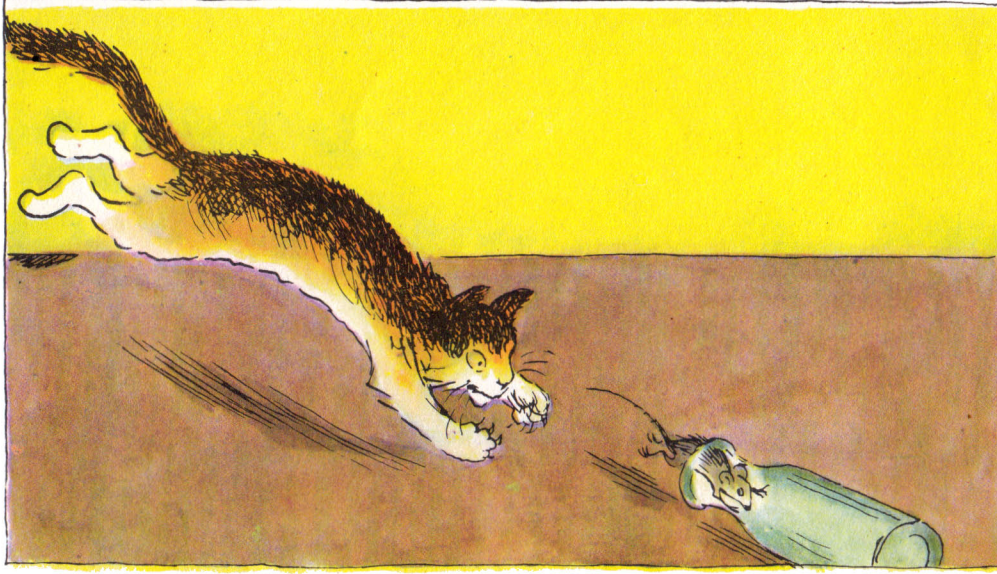
ধর ধর করে ছোটে বেড়াল।
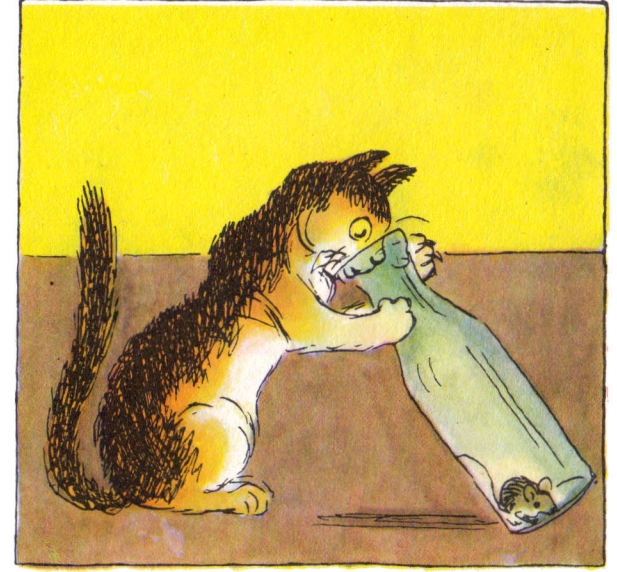
রাগে গর্‌গর্‌ খাবে খাবে।
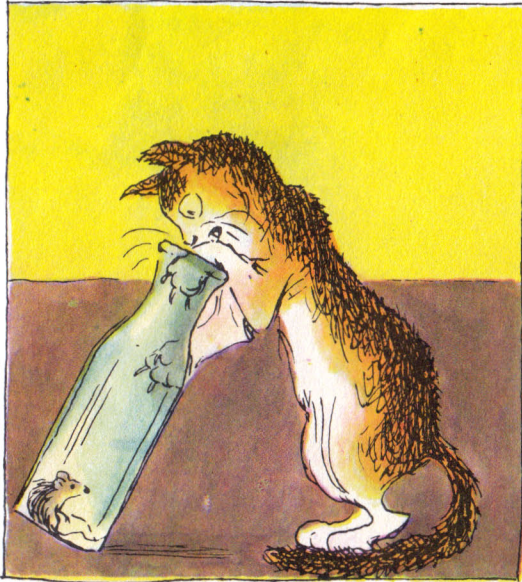
মিউ-মিউ করে,

হাঁচড়ে পাঁচড়ে,
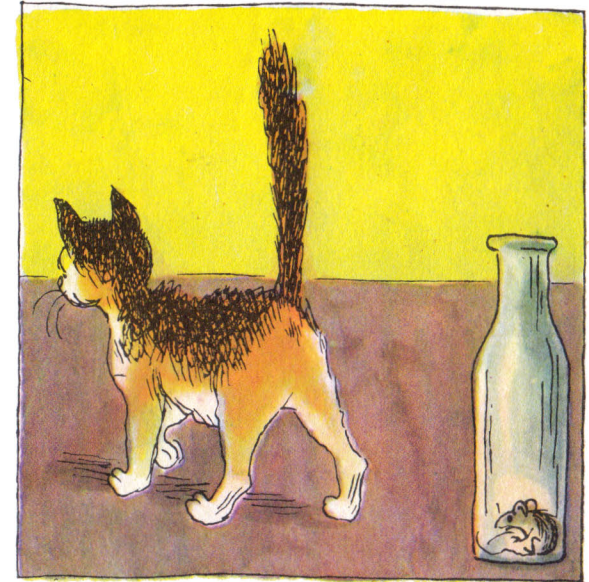
আচ্ছা দাঁড়াও, দেখা যাবে।
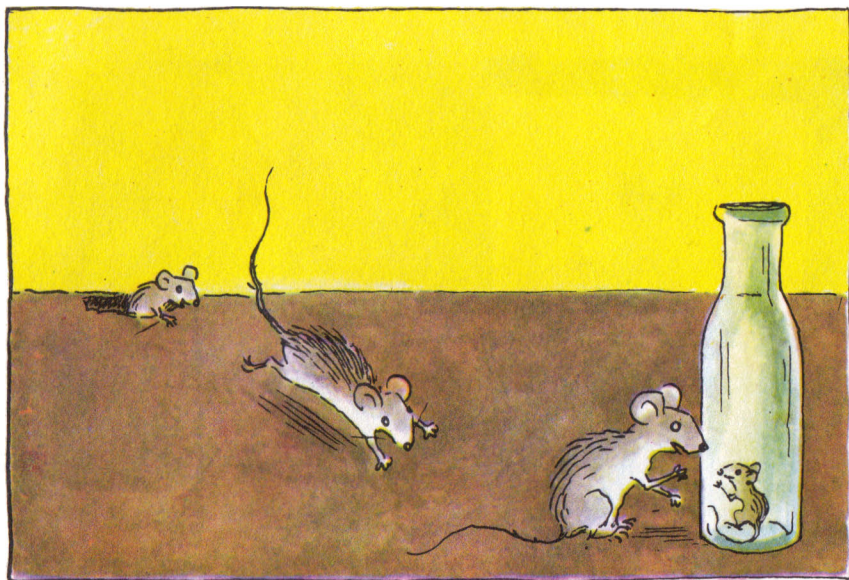
ভাইয়ের বিপদে ভাই আসে।
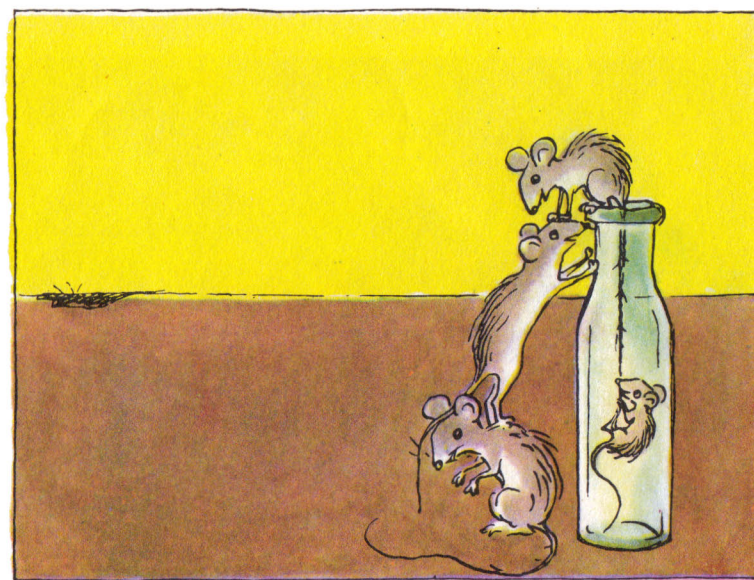
বার করে আনবো, বেড়াল!
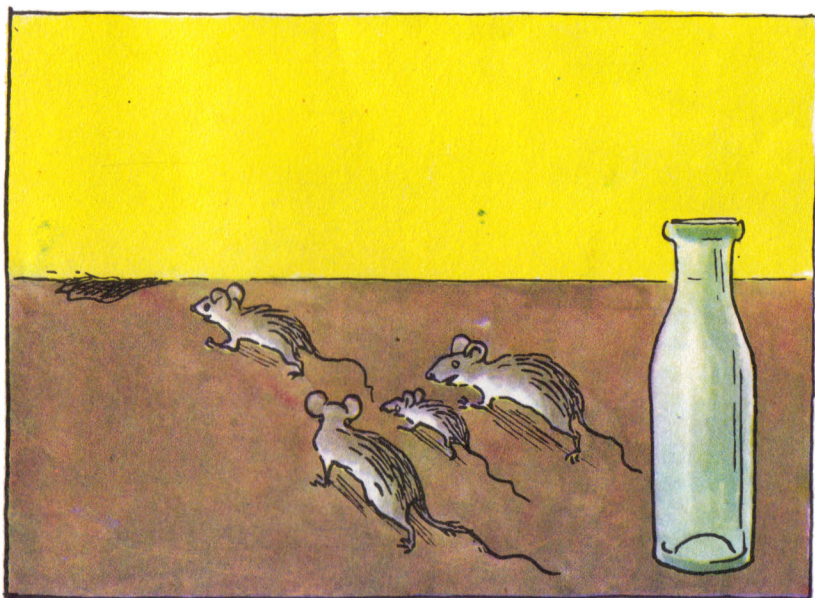
বিদায় বন্ধু, কী করবে
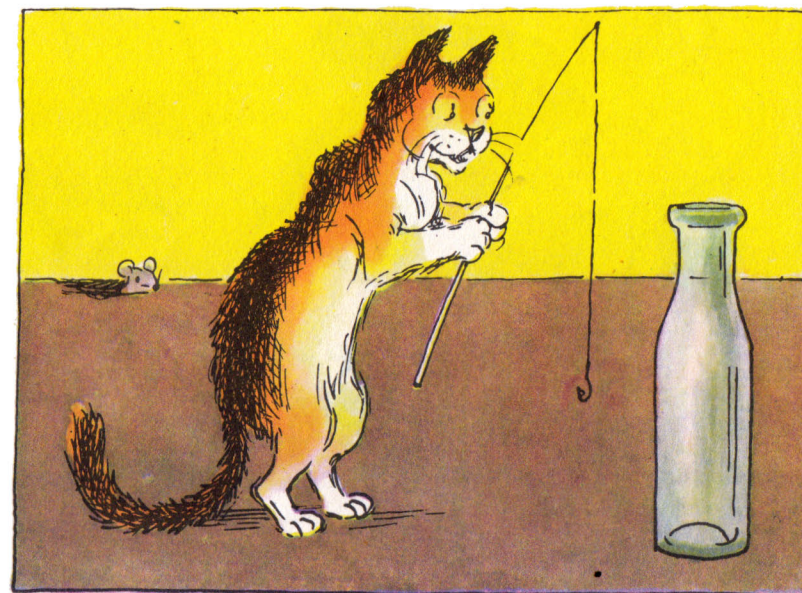
নেহাৎ তোমার পোড়া কপাল!

দৌড়

এক-দুই-তিন! ছুট এবার,
কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ সওয়ার!

কী হয়, কী হয়,
সবজে ব্যাঙের জয়!

শেষ গল্প
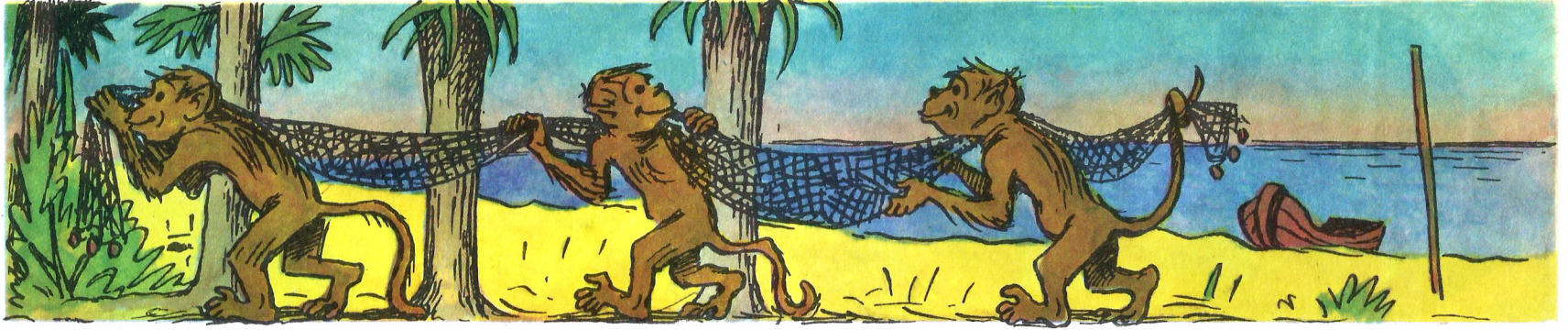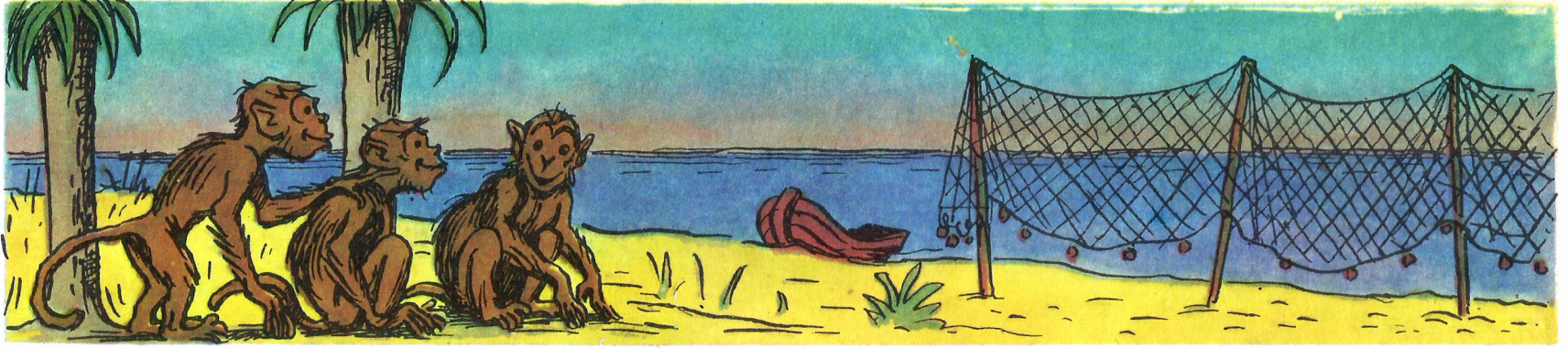
কার না জাল চুরি করে
আরাম করে তিন বাঁদরে।

আমার কাহিনী ফুরুলো
খোকাখুকু ঘুমুলো, গোটা পাড়া জুরুলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ছোট শিশুদের জন্য

Н. Радлов

РАССКАЗЫ В КАРТИНКАХ

На языке бенгали

Р $\frac{70801\text{-}455}{014(01)\text{-}81}$ 712-81

4803010102